ইউনিট ২ কোম্পানী আমলে শিক্ষা

১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। কোম্পানী তখন উপলব্ধি করে যে রাজনৈতিকভাবে তারা হিন্দু ও মুসলমান শাসকদেরই উত্তরাধিকারী। পূর্ববর্তী দেশীয় শাসকদের অনুসরণে জনগণের ধর্মীয় শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো "এতে কোম্পানী উদার নিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ করে।

এ ইউনিট পাঠে কোম্পানী আমলের শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

পাঠ ২.১ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর অবদান

এ পাঠ শেষে আপনি –

- ১৮৩১ সালের পূর্ব পর্যন্ত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শিক্ষা প্রচেষ্টার বিবরণ দিতে পারবেন।
- ১৮৩১ সালের সনদ আইনের পর ১৮৮৪ সাল পর্যন্ত বেঙ্গল, মাদ্রাজ ও বোম্বে প্রেসিডেন্সী এবং উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশে কোম্পানীর শিক্ষা প্রচেষ্টার বিশেষ দিকসমূহ উল্লেখ করতে পারবেন।

১৭৬৫ সালে বাংলা-বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভের মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের পূর্ব পর্যন্ত কোম্পানী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মিশনারীদের ধর্ম প্রচার ও এদেশে খৃষ্টানদের শিক্ষা ব্যবস্থায় সহযোগীতা করে আসছিলেন। তখন এদেশীয় বিচার ব্যবস্থায় ইংলন্ডীয় আইন-কানুন চালু ছিল। ফলে এদেশীয়দের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিল। ফলে রাজনৈতিক কারণেই কোম্পানী উদার ধর্ম নিরপেক্ষতার নীতি গ্রহণ করলেন। এদেশীয়দের মধ্যে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিষয়াদির মীমাংসা করার জন্য কোম্পানী এদেশীয় আইন-কানুন সম্বন্ধে শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজন বোধ করলেন। ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার মাধ্যমে এদেশীয়দের মধ্যে সন্তুষ্টি বিধানের বাসনাও কোম্পানীর কর্মচারীদের মধ্যে প্রকট হয়ে উঠে। উপরন্তু এদেশীয় ধর্মভীরু শিক্ষা দরদী মনীষীদের চাপ সৃষ্টির ফলে গর্ভণর জেনারেল হেষ্টিংস ১৭৮১ সালে কোলকাতা মাদ্রাসা ও ১৭৯১ সালে তৎকালীন বেনারসের প্রেসিডেন্ট মিঃ জনাথন ডানকান হিন্দু ধর্ম ও সাহিত্যের চর্চা, গবেষণা ও সংরক্ষণের জন্য বেনারস সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন।

ভারতীয় অতীত, কলা, বিজ্ঞান সাহিত্য প্রভৃতি সম্পর্কে গবেষণা ও পুনঃ প্রচলন করার উদ্দেশ্য ব্যবহার শাস্ত্রে পন্ডিত ও বহু ভাষাবিদ স্যার উইলিয়াম জোনস-এর উদ্যোগে ১৭৮৪ সালে রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সংস্থার সাথে জড়িত ছিলেন কোলবুক, উইলকিন্স, গিলক্রাইষ্ট প্রভৃতি মনীষীবৃন্দ। ১৮০৪ সালে বোম্বেতেও এ সংস্থার একটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে কোম্পানীর কর্মচারীবৃন্দের নৈতিক মান অতি নিম্নে নেমে গিয়েছিল। নৈতিক গুণাবলীর বিকাশ ও নৈতিকতার মান, উন্নয়ন, হিন্দু ও মুসলিম আইন, ভারতীয় ঐতিহ্যময় ইতিহাস, প্রাচ্য ও ভারতীয় ভাষা শিক্ষন ইত্যাদির উদ্দেশ্যে ১৮০০ সালে গর্ভণর জেনারেল ওয়েলেসলি কোলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন আধুনিক উর্দু সাহিত্যের জনক ডঃ গিল ক্রাইষ্ট ১৮০৪ হতে ১৮২০ সাল পর্যন্ত এ কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে শাসকবর্গের সংস্পর্শে আসার জন্য কোলকাতায় ইংরেজী শিক্ষার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। তাই কোম্পানীর কর্মচারীবৃন্দের ব্যক্তিগত অনুপ্রেরণা ও প্রচেষ্টায় বিশেষ করে মিঃ আর্চার, মিসেস হোস্‌স, মিঃ গেলার্ড, ফ্রি স্কুল সোসাইটি প্রভৃতির উদ্যোগে ১৭৮০ থেকে ১৭৮৯ সালের মধ্যে প্রায় ২০টি ইংরেজী স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। এগুলোর মধ্যে অন্ততঃ ৬টি ছিল মেয়েদের জন্য।

১৮০৬ সালে ভেলোরে সিপাহী বিদ্রোহ, ১৮০৭ সালে শ্রীরামপুর ত্রয়ী প্রকাশিত Address to Hindus and Muhamedans ভারতীয় ভাবপ্রবণতায় আঘাত হানে। ফলে ১৮০৮ সালে কোম্পানীর পরিচালক সভা পুনরায় 'উদার ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি' ঘোষণা করেন। এদেশীয় প্রাচীন ও কৃষ্টিগত শিক্ষা ধারাকে (বিশেষ করে কোলকাতা মাদ্রাসা ও বেনারস সংস্কৃত কলেজ) পূনরুজ্জীবিত করার প্রয়োজনে ১৮১১ সালে গভর্ণর জেনারেল লর্ড মিন্টো অধিক অর্থ মঞ্জুরীর জন্য পরিচালক সভার নিকট আবেদন জানান। নদীয়া ও ভাওরে আরও দুটি সংস্কৃত কলেজ এবং জৈনপুর, ভাগলপুর প্রভৃতি স্থানে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠারও তিনি প্রস্তাব করেন। তাঁর এ সমস্ত দাবীর চাপে ১৮৩১ সালে সনদ আইনের ৪৩ নং অনুচ্ছেদে (পরবর্তী পাঠে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে)। সাহিত্যের পুনরুজ্জীবন ও উন্নয়ন, পন্ডিতবর্গের উৎসাহ প্রদান ও জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নয়নের জন্য সরকারী রাজস্ব থেকে বার্ষিক কমপক্ষে ১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ আইন সম্মত করা হয়।

১৮৩১ সালের পর কোম্পানীর শিক্ষা প্রচেষ্টা

ক) বঙ্গ প্রেসিডেন্সী

১৮২৩ সালের জুলাই মাসে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীর জন্য ১০ সদস্য বিশিষ্ট জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন (জি.সি.পি.আই) গঠিত হয়। সনদ আইনের বরাদ্দকৃত ১ লক্ষ টাকা খরচের দায়িত্ব এর হাতে ছেড়ে দেয়া হয়। ১৮২৩ সাল থেকে ১৮৩৩ সালের মধ্যে উক্ত কমিটি–

১। কোলকাতা মাদ্রাসা ও বেনারস সংস্কৃত কলেজের পুনর্গঠন করেন;
২। ১৮২৪ সালে কোলকাতায় একটি সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠাতা করেন;
৩। দিল্লী ও আগ্রায় দুটি প্রাচ্য শিক্ষার কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন;
৪। আরবী ও সংস্কৃত ভাষায় পুস্তকসমূহ ব্যাপকভাবে প্রকাশনা ও মুদ্রণের ব্যবস্থা করেন;
৫। উন্নত জ্ঞান বিজ্ঞানের ইংরেজী পুস্তকসমূহ এদেশীয় ভাষায় অনুবাদ করার জন্য প্রাচ্য দেশীয় পন্ডিতদের নিয়োগ করেন।

কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ কমিটির এ সকল কাজকে ফলপ্রস মনে করলেন না। তাঁরা মনে করলেন আরবী ও সংস্কৃত ভাষার কাব্য মর্যাদা থাকলেও এতে জ্ঞান বিজ্ঞানের কিছু নেই, বরং এর দ্বারা অশিক্ষা কুশিক্ষাই প্রসার লাভ করবে। এদিকে রাজা রামমোহন রায় প্রমুখ প্রগতিবাদীরা (পাশ্চাত্যবাদী) কমিটির প্রাচ্য শিক্ষার প্রতি অনুরাগ সমর্থন করলেন না। তাঁরা মনে করলেন দেশী শিক্ষার পরিবর্তে ইংরেজী জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসার দ্বারাই এদেশের সত্যিকার উপকার সম্ভব হবে। কমিটি বাধ্য হয়ে কোলকাতা মাদ্রাসা, কোলকাতা সংস্কৃত কলেজ, বেনারস সংস্কৃত কলেজ, আগ্রা ও দিল্লী কলেজ ইত্যাদিতে ইংরেজী শিক্ষার শ্রেণি যুক্ত করে সমালোচনা এড়াতে চাইলেন।

বড়লাটের নির্বাহী পরিষদের আইন সদস্য লর্ড মেকলে জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইন্সট্রাকশন এর সভাপতি নিযুক্ত হন। আইন সদস্য হিসেবে কমিটির কার্য বিবরণীতে তিনি সনদে ব্যবহৃত শব্দগুলোর আইনগত ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন 'সাহিত্য' বলতে শুধু এদেশীয় জ্ঞান বিজ্ঞানের পন্ডিতকে বুঝায় না। ইউরোপীয় জ্ঞান বিজ্ঞানকেও বুঝায়। তিনি এদেশীয় ভাষা সাহিত্য ও জ্ঞান অতি নিম্মানের বলে সমালোচনা করে বলেন, ইউরোপীয় কোন ভাল গ্রন্থাগারের মাত্র একটি সেলফে রাখা পুস্তকাবলীর পাশে ভারতবর্ষ ও আরবের সমগ্র সাহিত্য ভান্ডার সমমর্যাদায় দাঁড়াতে পারে না। "ইংরেজী ভাষা, সাহিত্য ও ইউরোপীয় জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রভূত গুণকীর্তন করে তিনি বলেন আরবী ও সংস্কৃত যে সব বিদ্যালয়ে শেখানো হয় সেগুলো বন্ধ করে দিতে হবে। ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে ইউরোপীয় ভাষা ও ইউরোপীয় জ্ঞান বিজ্ঞানে ব্যুৎপন্ন ভারতীয়রা হবে "এমন এক শ্রেণির লোক যারা রক্তে বর্ণে ভারতীয় কিন্তু রুচিতে, ভাবধারায়, নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিতে হবেন ইংরেজ"।

বড়লার্ট লর্ড বেন্টিংক মেকলের সুপারিশগুলো মেনে নিয়ে ১৮৩৫ সালে ৭ই মার্চ এক আদেশ জারী করেন যে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে ইংরেজী জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসার সাধনের উদ্দেশ্যে সরকারী অর্থ ব্যয়িত হবে। কোম্পানীর বোর্ড অব ডাইরেক্টস শিক্ষানীতি কে সমর্থন করেন।

১৮৪২ সালে জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন এর পরিবর্তে তার স্থলে 'কাউন্সিল অব এডুকেশন' গঠন করা হয়। উক্ত কাউন্সিল ১৮৪৫ সালে কোলকাতায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করেন। কিন্তু সে প্রস্তাব কার্যকরী হয়নি। সে বছর কাউন্সিলের নিয়ন্ত্রাধীন বার্ষিক ৫,৯৪,৪২৮ টাকা ব্যয় ১৫১টি স্কুল পরিচালিত হতো। ১৮৪৪ সালে তদানীন্তন বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ ১০১টি ভার্নাকুলার স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি শিক্ষার প্রতি ভারতীয়দের উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য যারা লেখাপড়া জানে তাদেরকে সরকারী অধস্তন পদে নিয়োগের জন্য অগ্রাধীকার দেয়া হবে'– এ নীতি ঘোষণা করেন।

খ) বোম্বে প্রেসিডেন্সী

কোলকাতা মাদ্রাসা ও বেনারস সংস্কৃত কলেজের ন্যায় ১৮২১ সালে পুনা সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। জনশিক্ষা বিস্তারের জন্য বোম্বের গভর্ণর মাউন্টষ্টুয়ার্ট এলফিনষ্টোন ১৮২২ সালে বোম্বে নেটিভ এডুকেশন সোসাইটি গঠন করেন। এ সংস্থা ৪টি ডিষ্ট্রিক্ট ইংলিশ স্কুল ও ১৮৪০ সাল নাগাদ ১১৫টি ডিষ্ট্রিক্ট প্রাইমারী স্কল (আসলে ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়) প্রতিষ্ঠা করেন। তাছাড়া পুনা সংস্কৃত কলেজ ও এলফিনষ্টোন ইনস্টিটিউশন– এ দুটো কলেজ ও পুনা জেলার পুরনদার তালকুদার ৬৩ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকার সে সময় পরিচালনা করতেন।

১৮৪০ সালে বোম্বে নেটিভ এডুকেশন সোসাইটি বোর্ড অব এডুকেশনে রূপান্তরিত হয়। এ বোর্ড কমপক্ষে ২০০০ অধিবাসী অধ্যুষিত গ্রামে ১টি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন?

গ) মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী

মাদ্রাজ প্রদেশের শিক্ষা উন্নয়নের জন্য গভর্ণর স্যার টমাস মুনরো প্রতি জেলায় ৯টি হিন্দুদের জন্য ও ১টি মুসলমানদের জন্য এবং প্রতি তহশিলে ১টি করে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য কোম্পানীর কোর্ট অব ডাইরেক্টরস এর নিকট প্রস্তাব পেশ করেন। মুনরোর মৃত্যুর পর ১৮২৭ সালে উক্ত প্রস্তাব অনুমোদিত হয়।

ঘ) উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশ

১৮৪৩ সালে এ প্রদেশ গঠিত হওয়ার পূর্বে বঙ্গ সরকার কর্তৃক এ অঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালিত হতো। ঐ বছরই নতুন প্রাদেশিক সরকারের উপর শিক্ষা ব্যবস্থার দায়িত্ব অর্পিত হয়। উক্ত প্রদেশের তৎকালীন গভর্ণর মিঃ জেমস থমাসন একটি শিক্ষা পরিকল্পনা পেশ করেন। এ পরিকল্পনা বড়লাট ডালহৌসী ও কোম্পানীর পরিচালক সভা কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরিকল্পনা অনুসারে প্রতি হলকায় (কয়েকটি গ্রামের সমষ্টি) একটি করে আদর্শ প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠত হয়। এ সমস্ত হলকাবন্দী বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্বাহ হবে আদায়কৃত ভূমি রাজস্বের দ্বারা (শতকরা ১ ভাগ)। ১৮৫০ সালে তিনি প্রদেশের ১৩টি জেলার মধ্যে ৮টিতে শিক্ষা বিভাগ চালু করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১। লর্ড হার্ডিঞ্জ কয়টি ভার্নাকুলার স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন?
- (ক) ৫০টি
- (খ) ১০০টি
- (গ) ১০১টি
- (ঘ) ১০২টি

২। জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন এর পরিবর্তে কত সালে কাউন্সিল অব এডুকেশণ গঠিত হয়?
- (ক) ১৮৪২ সালে
- (খ) ১৮৩৩ সালে
- (গ) ১৬৩৫ সালে
- (ঘ) ১৮৪৫ সালে

৩। জনশিক্ষা বিস্তারের জন্য এলফিনষ্টোন ১৮২২ সালে কি গঠন করেন?
- (ক) বোর্ড অব এডুকেশন
- (খ) কাউন্সিল অব এডুকেশন
- (গ) বোম্বে নেটিভ এডুকেশন সোসাইটি
- (ঘ) এলফিনষ্টোন ইনষ্টিটিউট

৪। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলী প্রদেশে মিঃ জেমস থমাসন শিক্ষা পরিকল্পনায় প্রতি হলকায় কয়টি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব ছিল?
- (ক) একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়
- (খ) একটি আদর্শ প্রাথমিক বিদ্যালয়
- (গ) একটি উচ্চ বিদ্যালয়
- (ঘ) একটি প্রাথমিক ও একটি উচ্চবিদ্যালয়

৫। মাদ্রাজ প্রদেশে প্রতি জেলায় কী প্রতিষ্ঠার জন্য কোম্পানীর কোর্ট অব ডাইরেক্টকস এর নিকট প্রস্তাব করা হয়।
- (ক) দুটি বিদ্যালয়
- (খ) হিন্দুদের জন্য একটি বিদ্যালয়
- (গ) মুসলমানদের জন্য একটি বিদ্যালয়
- (ঘ) হিন্দুদের জন্য ৯টি ও মুসলমানদের জন্য একটি বিদ্যালয়

৬। ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে ইংরেজী জ্ঞান প্রসারের জন্য কোন বড় লাট আদেশ জারী করে ছিলেন?
- (ক) লর্ড মেকলে
- (খ) লর্ড বেন্টিক
- (গ) লর্ড হার্ডিঞ্জ
- (ঘ) লর্ড ওয়েলেসলি

৭। লর্ড মেকলে কোন পরিষদে সভাপতি ছিলেন?

(ক) জিসিপিআই এর
(খ) কোর্ট অব ডাইরেক্টরস এর
(গ) কাউন্সিল অব এডুকেশন এর
(ঘ) বোর্ড অব এডুকেশন এর

৮। ইংরেজী জানা ভারতীয়দের সরকারী অধস্তনপদে নিয়োগের জন্য অগ্রাধিকার দেয়া হবে– এ নীতি কে ঘোষণা করেন?
(ক) স্যার টমাস মুনরো
(খ) লর্ড ওভাল
(গ) লর্ড হার্ডিঞ্জ
(ঘ) লর্ড ডালহোসী

৯। উর্দু সাহিত্যের জনক ডঃ ফিলক্রাইষ্ট কোন্ কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন?
(ক) পুনা সংস্কৃত কলেজের
(খ) ফোর্ট-উইলিয়াম কলেজের
(গ) বেনারস সংস্কৃত কলেজের
(ঘ) কোলকাতা মাদ্রাসার

১০। ডঃ গিলক্রাইষ্ট কত থেকে কত সাল পর্যন্ত অধ্যক্ষ পদে বহাল ছিলেন?
(ক) ১৮০০ থেকে ১৮০২ পর্যন্ত
(খ) ১৮১০ থেকে ১৮১৫ পর্যন্ত
(গ) ১৮১৬ থেকে ১৮১৯ পর্যন্ত
(ঘ) ১৮০৪ থেকে ১৮২০ পর্যন্ত

পাঠ ২.২ মিশনারী প্রচেষ্টা

এ পাঠ শেষে আপনি –

- ভারতীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে মিশনারীদের অবদান বর্ণনা করতে পারবেন।
- ১৮১৩ সালের সনদ আইন নতুন সংযোজনীর উল্লেখ করতে পারবেন।

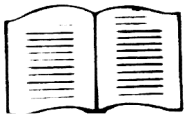

এ উপমহাদেশের মিশনারী শিক্ষাপ্রচেষ্টার পরিমাণগত গুরুত্ব যথেষ্ট না থাকলেও এর প্রকৃতি ও গুণগত গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। মিশনারীদের অবদান বহুমুখী। শিক্ষার সংগঠন থেকে শুরু করে বিষয়বস্তু পদ্ধতি, সাজসরঞ্জাম এসবের উপরই মিশনারীদের চিরস্থায়ী প্রভাব রয়ে গেছে। মিশনারীয়রা শিক্ষাক্ষেত্রে পাঠ্যসূচীতে আধুনিকতার ভাবধারার বিকাশ ঘটান। লিখন, পঠন ও গণিতের সঙ্গে ইতিহাস, ভূগোল, সাধারণ বিজ্ঞান, স্বাস্থ্যবিধি, বৃত্তিমুলক বিষয় পাঠ্যসূচীর অর্ন্তগত করে মিশনারীরা শিক্ষার মানকে উন্নততর করেন। এসব নতুন নতুন কর্মসূচীর মাধ্যমে মিশনারীরাই এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেন।

১৪৯৮ সালে পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো-দা-গামা ভারতবর্ষে আসার সামুদ্রিক আবিষ্কারের পর পরবর্তী দু'শতাব্দীর মধ্যে পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী, দিনেমা ও ইংরেজ বাণিজ্য সংস্থা এদেশে আগমন করেন। নাবিকদের সঙ্গে থাকতেন পাদ্রী ও মিশনারীরা। তাঁরা ধর্মের প্রভাব বিস্তারের উদ্দেশ্যে শিক্ষা ব্রতী হতেন। ধর্ম প্রচার ও শিক্ষা বিস্তার এ দু'টির মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক ছিল। ধর্মের প্রতি অনুরাগকে স্থায়ী করার জন্য যেমন শিক্ষার প্রয়োজন ছিল তেমনি শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে ধর্ম প্রচার ছিল সহজ সাধ্য। এজন্য মিশনারীরা কোথাও ধর্মান্তরিতদের জন্য, আবার কোথাও বা ধর্মান্তরিত করার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছেন।

ক) পর্তুগীজ মিশনারী প্রচেষ্টা

পর্তুগীজ মিশনারীরার এ ব্যাপারে অগ্রণী ছিলেন। সেন্ট জেভিয়ার্স ও রবার্ট-ডি-নোবিলি ধর্ম প্রচার ও শিক্ষা বিস্তারে প্রসিদ্ধি অর্জন করেন।

পর্তুগীজ মিশনারীদের স্থাপিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর চার শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা–

১। চার্চ ও যাজক পল্লী সংলগ্ন প্রাথমিক ল্যাটিন বিদ্যালয়

২। ভারতীয় অনাথ বালক বালিকাদের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়

৩। উচ্চ শিক্ষার জন্য জেসুইট কলেজ

৪। ধর্ম প্রচার শিক্ষণের জন্য সেমিনারী

গোয়াতে তাঁরা প্রথম ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন (১৫৫৬)। পরে গোয়ার আশে পাশে আরও কয়েকটি ছাপাখানা স্থাপন করে শিক্ষার ক্ষেত্রে স্থায়ী অবদান রাখেন।

খ) ফরাসী মিশনারী প্রচেষ্টা

পর্তুগীজদের ন্যায় ফরাসী মিশনারীরাও তাঁদের কর্ম কেন্দ্রগুলোতে সর্বস্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। বিনামূল্যে খাদ্য, বস্ত্র, পুস্তকাদি বিতরণ করে তাঁরা শিক্ষার প্রতি দেশীয় ছাত্র-ছাত্রীদের আকৃষ্ট করতেন।

গ) দিনেমা মিশনারী প্রচেষ্টা

সপ্তদশ শতাব্দীতে দক্ষিণ ভারতের ত্রিবাঙ্কুরে ও কোলকাতায় শ্রীরামপুরে দিনেমা উপনিবেশ স্থাপিত হয়। দিনেমা মিশনারীদের মধ্যে জিগেনবল্গ ১৭১৩ সালে তামিল ভাষায় একটি ছাপাখানা, ১৭১৬ সালে ত্রিবাঙ্কুরে একটি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ, ১৭১৭ সালে ২টি অবৈতনিক স্কুল স্থাপন করেন। তাছাড়া তামিল ভাষার ব্যাকরণ রচনা ও তামিল ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করেন (১৭২৪ সালে)। ১৭১৯ সালে প্রসিদ্ধ দিনেমা মিশনারী সুলজ ভারতে এসে পুরাতন বিদালয়গুলোকে সংগঠিত করেন এবং আরও দুটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৭৪২ সালে ফিয়ারন্যান্ডার সেন্ট ডেভিড দুর্গের নিকট ইউরোপীয় ও ভারতীয়দের জন্য পৃথক পৃথক স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন।

ঘ) ইংরেজী মিশনারী প্রচেষ্টা

১৬০০ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠিত হয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ভারতবর্ষে ব্যবসা বাণিজ্য শুর€ করেন। অন্যান্য বাণিজ্য সংস্থার মত কোম্পানী ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে এদেশে মিশনারী আসতেন। ১৬৯৮ সালে তারা প্রতি কারখানায় ৫০০ টনের বেশি ভার বহনে সক্ষম জাহাজে একজন ধর্ম যাজক রাখার ব্যবস্থা করেন। কোম্পানীর কর্মচারীবৃন্দের সন্তানদের শিক্ষার জন্য কোলকাতা, বোম্বে ও মাদ্রাজে অবৈতনিক স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। এসব বিদ্যালয়ের পরিচালনায় মিশনারী সংস্থা 'খ্রীষ্টান জ্ঞান প্রচারক সমিতি' (Society for Promoting Christian Knowledge) এর ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

১৭৬৫ সালে বাংলা-বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভের মাধ্যমে শাসন ক্ষমতা লাভের পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী রাজনৈতিক কারণে 'উদার নিরপেক্ষতার নীতি' গ্রহণ করেন। ফলে মিশনারীদের ধর্ম প্রচার ও শিক্ষা বিস্তার কার্য বাধাপ্রাপ্ত হয়। ১৭৮৩ সালে পার্লামেন্ট কর্তৃক বিনা লাইসেন্সে প্রাইভেট ইউরোপীয়দের ভারতে প্রবেশ নিষিদ্ধ হয় এবং ১৭৯৩ সালে বে-আইনী প্রবেশকারী বহিষ্কার আদেশ বলবৎ হয়। ফলে কোম্পানী ও মিশনারীদের মধ্যে চরম মতদ্বৈততা শুরু হয়।

মিশনারী আন্দোলন

মিশনারীরা ইংল্যান্ডে ধর্ম নিরপেক্ষ নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন। মিশনারী চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ চার্লস গ্রান্ট তার অবজারভেশন নামক পুস্তকে ভারতীয় সমাজ ও জীবন ধারার নৈতিক অধঃপতনের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, তাদের খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষিতকরণ ও ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে ভারতে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান প্রবর্তন করাই হবে তাদের মুক্তির পথ। তিনি বলেন এদেশের হিন্দু ও মুসলামানদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তার করলেই ইংল্যান্ডের স্বার্থও রক্ষিত হবে। এ বক্তব্যের পক্ষে তিনি ইংল্যান্ডে মিশনারী আন্দোলনে যোগ দেন।

উইলবার ফোর্সের প্রস্তাব

চালর্স গ্রান্ট ছাড়াও আরও কিছু সংখ্যক উদারপন্থী লোক মিশনারীদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। তাঁদের মধ্যে বৃটিশ পার্লামেন্ট কোম্পানীর সনদ নবায়নের সময় তিনি সনদে একটি ধারা যুক্ত করার চেষ্টা করেন। তাঁর প্রস্তাব ছিল ভারতে বসবাসকারী বৃটিশ প্রজাদের স্বার্থরক্ষা ও সুখস্বাচ্ছন্দ বিধান করা, কার্যকর জ্ঞান প্রচার করা এবং ধর্মীয় নৈতিক মান উন্নয়নের ব্যবস্থা করা ইংরেজী সরকারের অপরিহার্য কর্তব্য। তিনি উক্ত কর্মে আত্মনিয়োগকারী যথেষ্ট সংখ্যক মিশনারী ও শিক্ষককে বিনা বাধায় ভারতে প্রবেশের অনুমতি দানের আবেদন জানান। পার্লামেন্টে তুমুল বিতর্কের পর অন্যতম সদস্য মিঃ র‍্যান্ডেল জ্যাকসন মন্তব্য করেন 'আমাদের শিক্ষাদর্শ বিস্তার করে আমেরিকায় আমাদের কলোনী হারিয়েছি, ভারতে এর পুনরাবৃত্তি করার প্রয়োজন নেই" এ মন্তব্যের পর পার্লামেন্টে উইলবার ফোর্সের দাবী আর টিকলো না। কোম্পানীর পরিচালক সভায় এ দাবী বাতিল হয়ে গেল।

শ্রীরামপুর মিশনারীদের কর্ম প্রচেষ্টা

এতদসত্ত্বেও শিক্ষা ক্ষেত্রে মিশনারী প্রচেষ্টার ক্ষীণ ধারাটি একেবারে বন্ধ হয়ে যায়নি। দিনেমা মিশনারী মিঃ ক্যারী, মিঃ মার্শাম্যান ও মিঃ ওয়ার্ড ইংরেজদের অনুগামী সহযোগী হয়ে বাংলাদেশের যশোহর, দিনাজপুর ও কোলকাতায় ধর্ম প্রচারে লিপ্ত ছিলেন। ১৭৯৩ সালে হতে তাঁরা ভারতে শিক্ষা প্রচেষ্টায় অবতীর্ণ হন। কোলকাতায় শ্রীরামপুর ছিল দিনেমা সরকারের বাণিজ্য কুঠি। এভাবে শ্রীরামপুর ত্রয়ীর আবির্ভাব হয়। মিঃ ক্যারী ছিলেন অভিজ্ঞ ধর্ম প্রচারক, মিঃ ওয়ার্ড ছিলেন মুদ্রণ কার্যে দক্ষ এবং ম্যার্শম্যান ছিলেন সার্থক শিক্ষক। এ তিন মিশনারীর কার্যক্রমে ছিল অপূর্ব সামঞ্জস্য। ১৮০০ সালে তাঁরা ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন। পরের বছরেই বাইবেলের নিউ টেষ্টামেন্টখানি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করা হলে অল্প দিনের মধ্যেই ভারতের প্রায় ৩১টি ভাষায় এটিকে অনুবাদ করা হয়। তারা শ্রীরামপুর ও কোলকাতার উপকণ্ঠে বালক ও বালিকাদের জন্য অনেকগুলো স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন।

১৮০৮ সালে উক্ত মিশনারীদের প্রকাশিত "Addresses to Hindus and Muhamedans" নামক পুস্তকাটি এদেশীয় হিন্দু ও মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানে। ফলে তৎকালীন বড়লাট লর্ড মিন্টো আবার 'উদার নিরপেক্ষতার নীতি' ঘোষণা করেন। কোম্পানীর অধীনস্থ অঞ্চলে পুস্তকটি নিষিদ্ধ ঘোষিত হলে এবং প্রেসটি বাজেয়াপ্ত করা নির্দেশ জারী করা হলো। এতে মিশনারীরা ধর্ম প্রচারের সংযমী হলেন ঠিকই, তবে শিক্ষা প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখলেন। ১৮১০ সালে উইলিয়াম ক্যারী ও মার্শম্যান দরিদ্র খ্রীষ্ট সন্তানদের শিক্ষার জন্য 'Calcutta Benevolent Institution' প্রতিষ্ঠা করেন এবং মার্শম্যান শ্রীরামপুরে প্রতিষ্ঠা করেন একটি বোডিং স্কুল। সংক্ষেপে ১৮১৩ সালে মধ্যে শ্রীরামপুর ত্রয়ীর প্রচেষ্টায় ২০টিরও অধিক স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৮১৩ সালের সনদ আইনে মিশনারীদের অনুকূলে ধারা সংযোজন

কোম্পানীর সনদ আবার নবায়নের সময় এলো ১৮১৩ সালে। লর্ড মিন্টো প্রমুখ প্রাচ্য বাদীদের প্রস্তাব ছিল ভারতের নিজস্বকৃষ্টিকে উৎসাহিত করা। মিশনারী প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করলে ধর্ম নিরপেক্ষতার নীতি ব্যাহত হবে। এজন্য তিনি মিশনারীদেরকে নিরুৎসাহিত করার পক্ষপাতি ছিলেন। অন্যদিকে কোম্পানীর অমিশনারী নীতির বিরুদ্ধে ৮৫০ খানি আবেদন পত্রের মাধ্যমে ইংল্যান্ডের জনমত ব্যক্ত হয়েছিল। চার্লস গ্রান্ট, উইলবার ফোর্স প্রমুখ মিশনারী সমর্থক পাশ্চাত্যবাদী পার্লামেন্ট সদস্য দাবী করেন যে ভারতবর্ষের ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে ও খ্রীষ্টান ধর্মের নীতি অনুযায়ী শিক্ষাদানই হবে সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষা বিস্তারের দায়িত্ব মিশনারীদের উপর অর্পণ করাই হবে শ্রেষ্ঠ উপায়। অন্য সরকারকে অর্থ সাহায্যের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। বিতর্কে মিশনারী পক্ষের দাবী জোরদার হলো। ফলে তুমুল বিতর্ক ও শক্তিশালী প্রতিবাদী পক্ষের প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও মিশনারীরা সনদ আইনে তাঁদের অনুকূলে একটি ধারা সংযোজন করতে সমর্থ হন। উক্ত ধারায় মিশনারীরা ভারতে বৃটিশ প্রজাবর্গের সুখ স্বাচ্ছন্দের উন্নতি ও কার্যকর জ্ঞান প্রচারের জন্য সেখানে গমনের আইনগত অধিকার লাভ করেন।

১৮১৩ সালের পর মিশনারীদের শিক্ষা প্রচেষ্টা

১৮১৩ সালের সনদ আইনের ফলে বিপুল সংখ্যক মিশনারী ভারতে আগমন করে নতুন উদ্যোগে শিক্ষা বিস্তারে আত্মনিয়োগ করেন। যে সব মিশনারী সোসাইটি পূর্ব থেকেই ছিল তাঁরা তাঁদের কর্মক্ষেত্রের প্রসার সাধন করেন। অনেক নতুন সোসাইটিও প্রতিষ্ঠিত হয়। যেমন– জেনারেল ব্যাপ্টিষ্ট মিশনারী সোসইটি, লন্ডন মিশনারী সোসাইটি, চর্চা মিশনারী সোসাইটি, কোলকাতা, বোম্বে ও মাদ্রাজের বিভিন্ন স্থানে বহু স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। মাতৃভাষার মাধ্যমে ভারতে শিক্ষার বিস্তার ও ভারতীয় ভাষাগুলোকে জনপ্রিয় করার কাজে তাঁরা প্রয়োজনীয় সহায়তা দান করেন। নারী শিক্ষার বিস্তার ও উন্নয়নে জন্য বহু বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করে তাঁরা মূল্যবান অবদান রাখেন।

১৮৫৪ সালে উডের ডেসপ্যাচ পর্যন্ত ভারতে প্রটেষ্ট্যান্ট মিশনারী প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত স্কুলের সংক্ষিপ্ত পরিসংখ্যান নিম্নে দেয়া হলো।

শিক্ষক প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	পাঠরত ছাত্র সংখ্যা
পুরুষদের এ্যাংলো ভার্নাকুলার স্কুল ও কলেজ	৯১	১২,৪০১
বালকদের ভার্নকুলার স্কুল	১০৯৯	৩৮,৬৬১
বালকদের বোডিং স্কুল	৬৭	১,৭৮৮
বালিকাদের বোডিং স্কুল	৮৬	২,২৭৪
বালিকাদের ডে স্কুল	২৮৫	৮,৯১৯
মোট=	১৬২৮	৬৪,০৪৩

উল্লেখ্য যে ঐ সময় সরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ভারতে মোট ১৪৭৪ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র সংখ্যা ছিল ৬৭,৫৬৯ জন। এ পরিসংখ্যান থেকে বুঝা যায় সরকারী উদ্যোগের মিশনারী উদ্যোগ কম ছিল না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.২

সঠিক উত্তরে পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক 'উদার নিরপেক্ষতার নীতি গৃহীত হওয়ার পর কোম্পানী ও মিশনারীদের মধ্যে–
- (ক) নতুন সম্পর্ক স্থাপিত হয়
- (খ) সম্পর্কের পরিবর্তন হয়নি
- (গ) সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়
- (ঘ) মতদ্বৈততা শুরু হয়

২। ভারতীয়দের নৈতিক অধঃপতনের উল্লেখ করে কে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে এদেশে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রবর্তনের দাবী জানান।
- (ক) চালর্স গ্রান্ট
- (খ) উইলিয়াম কেরী
- (গ) উইলবার ফোর্স
- (ঘ) লর্ড মিন্টো

৩। বৃটিশ পার্লামেন্টের কোন সদস্য ১৭৯৩ সালে কোম্পানীর সনদ নবায়নের সময় মিশনারীর পক্ষে সনদে একটি ধারা সংযুক্ত করার চেষ্টা করেন?
- (ক) লর্ড মেকলে
- (খ) উইলবার ফোর্স
- (গ) লর্ড মিন্টো
- (ঘ) চালর্স গ্রান্ট

৪। বাইবেলের নিউটেষ্টামেন্ট অংশখানি ভারত কয়টি ভাষায় অনুদিত হয়েছিল?
- (ক) ২৫টি ভাষায়
- (খ) ২৭টি ভাষায়
- (গ) ২৯টি ভাষায়
- (ঘ) ৩১টি ভাষায়

৫। ১৮১৩ সালের মধ্যে শ্রীরামপুর ত্রয়ীর প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের সংখ্যা কত ছিল?
- (ক) ২০টি
- (খ) ১৮টি
- (গ) ১২টি
- (ঘ) ১০টি

৬। কে ১৮১০ সালে, খ্রীষ্টান-দরদি সন্তানদের জন্য শ্রীরামপুরে একটি 'বোডিং' এর স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন?
- (ক) উইলিয়ামকেরী
- (খ) মিঃ ওয়ার্ড
- (গ) মিঃ মার্শম্যান
- (ঘ) উইলবার ফোর্স

৭। Adresses to Hindus and Muhamedans নামক পুস্তকটি কে প্রকাশনা করেন?

(ক) চালর্স গ্রান্ট
(খ) উইলিয়াম কেরী
(গ) উইলিয়াম মার্শম্যান
(ঘ) শ্রীরামপুর ত্রয়ী

৮। ১৮৩১ সালের আইনে ভারতবর্ষে অবস্থিত বৃটিশ প্রজাবর্গের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের উন্নতি ও অগ্রগত
(ক) স্বীকৃতি হয়
(খ) বাতিল হয়
(গ) লংঘিত হয়
(ঘ) বাধা প্রাপ্ত হয়

৯। ১৮১৩ সালের সনদ আইনের ফলে ভারতবর্ষে ইংরেজ মিশনারীরা তাঁদের কর্মক্ষেত্র
(ক) সংকুচিত করেন
(খ) প্রসারিত করেন
(গ) পূর্বের ন্যায় রাখেন
(ঘ) উন্মুক্ত করেন

১০। ১৮৫৪ সালে উডের ডেসপ্যাচের সময় পর্যন্ত প্রটেষ্ট্যান্ট মিশনারীদের প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মোট সংখ্যা কত ছিল?
(ক) ১০৯৯টি
(খ) ১১২৮টি
(গ) ১৫২৬টি
(ঘ) ১৬২৮টি

পাঠ ২.৩ ১৮১৩ সালের সনদ

এ পাঠ শেষে আপনি –

- ১৮১৩ সালের সনদ আইনের পটভূমি সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- সনদ আইনের শিক্ষা সম্পর্কিত প্রস্তাবনাগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সনদ আইনের পরবর্তী প্রতিক্রিয়া সমূহ কী তা বলতে পারবেন।

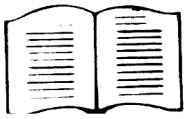

১৮১৩ সালে সনদ আইন আধুনিক ভারতীয় শিক্ষা ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করে। সনদে শিক্ষা সম্পর্কিত কতিপয় প্রস্তাবনা অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। এ প্রস্তাবনার ওপর ভিত্তি করে পরবর্তী পর্যায়ে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিশেষ করে ইংরেজী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা সহজসাধ্য হয়েছিল। মিশনারীরা বিনা বাধায় ভারতে প্রবেশ করতে সক্ষম হলেন। তাঁদের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার হওয়ায় কর্মরত মিশনারীরা দেশব্যাপী কর্ম প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করতে সক্ষম হলেন। তবে মিশনারীদের এ জয়কে পূর্ণ জয় হিসেবে ধরা চলে না। কারণ শিক্ষা প্রবর্তন ও উন্নয়নের আসল দায়িত্ব দেয়া হয়েছে সরকারকে। মিশনারী পক্ষের দাবীতে খৃষ্টান ধর্মের ভিত্তিতে শ্রেষ্ঠ শিক্ষাদানের বিষয়টি সনদে স্বীকৃতি হয়নি। শিক্ষাখাতে সরকারী রাজস্ব কমপক্ষে ১ লক্ষ টাকা ব্যয় করা আইন সম্মত করা হয়েছে।

মিশনারীদের আন্দোলন সত্ত্বেও ১৭৯৩ সালে সনদ আইন নবায়নের সময় 'উদার ধর্মনিরপেক্ষ নীতি' গৃহীত হয়। বিনা লাইসেন্সে ভারতে প্রবেশ নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। ফলে মিশনারীরা ইংল্যান্ডে 'ধর্মনিরপেক্ষ নীতির' বিরুদ্ধে আন্দোলন জোরদার করলেন। মিশনারী তৎপরতায় ইংল্যান্ডের দরিদ্র ছাত্রদের শিক্ষার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। ফলে ইংল্যান্ডের অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ভারতীয় শিক্ষা ক্ষেত্রে মিশনারীদের অনুরূপ তৎপরতায় দাবীর প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেন।

ইংল্যান্ডে মিশনারী আন্দোলন যত প্রবল হয় ভারতবর্ষেও কোম্পানীর কর্মকর্তাবৃন্দ প্রাচ্য শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য তত জোর আন্দোলন করতে থাকে। তাঁদের মতে ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলিম শিক্ষা ক্রমশঃ ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে। প্রাচ্য শিক্ষা ও কৃষ্টি পুনরুজ্জীবনের জন্য কেবলমাত্র কোলকাতা মাদ্রাসা ও বেনারস সংস্কৃত কলেজই যথেষ্ট। সুতরাং ভারতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন ও উন্নয়নের জন্য তাঁরা আরও বেশি তৎপরতা ও অর্থ মঞ্জুরীর দাবী করেন। প্রাচ্যবাদী বড়লাট লর্ড মিন্টো ১৮১১ সালের ৬ই মার্চ এক বিবরণীতে মন্তব্য করেন যে ভারতবর্ষের শুধু শিক্ষিতের সংখ্যাই কমছে না, শিক্ষার ব্যাপকতা এমন কী শিক্ষক ও মূল্যবান বই পুস্তকের সংখ্যাও কমে যাচ্ছে। সুতরাং সরকার সহযোগিতার হাত না বাড়ালে অচিরেই পুস্তক ও শিক্ষকের অভাবে শিক্ষার পুনরুজ্জীবন নৈরাশ্য পর্যবেসিত হবে।

কোম্পানীর কর্মকর্তাবৃন্দের বক্তব্য ছিল মিশনারী আন্দোলনের ঠিক বিপরীত। ফলে একদিকে মিশনারী ও তাদের সমর্থকবৃন্দ এবং অন্যদিকে প্রাচ্যবাদী ও কোম্পানীর কর্মকর্তাদের মধ্যে প্রবল মতবিরোধ দেখা দিল।

ঠিক এমনি পটভূমিতে কোম্পানীল সনদ আইন নবায়নের সময় এলো ১৮১৩ সালে। কমন্স সভায় অন্য সব বিষয়ের মধ্যে শিক্ষা সম্পর্কীয় নিম্নোক্ত দুটি আলোচনা প্রাধান্য লাভ করে।

ক) শিক্ষা ও ধর্মান্তরকরণ কার্যাবলী পরিচালনায় মিশনারীদের ভারতবর্ষে গমনের অনুমতি দেয়া যাবে কিনা।

খ) ভারতে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী শিক্ষা উদ্যোগ গ্রহণ করবে কিনা।

প্রথম প্রশ্নের প্রাচ্যবাসীদের দাবী ছিল ভারতের নিজস্ব কৃষ্টিকে উৎসাহিত করা এবং মিশনারী প্রচেষ্টাকে নিরুৎসাহিত করা। তাঁরা দক্ষিণ ভারতের বেলোরে সিপাহী বিদ্রোহের জন্য মিশনারীদের দায়ী করেন। এমন কী তাঁরা মিশনারীদের 'পুতমুচি' ও রাষ্ট্রের জন্য বিপজ্জনক বলে সমালোচনা করেন। অন্যপক্ষে পার্লামেন্ট সদস্য চার্লস গ্রান্ট উইলবার ফোর্স ও মিশনারী নেতৃবৃন্দ দাবী করেন যে ইংরেজী ভাষার

মাধ্যমে ও খ্রীষ্টান ধর্মের নীতি অনুযায়ী শিক্ষাদানই হবে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা এবং এ শিক্ষা বিস্তারের দায়িত্ব মিশনারীদের উপর অর্পণ করাই হবে শ্রেষ্ঠ উপায়। এ শিক্ষা বিস্তারের জন্য সরকারকে অর্থ সাহায্যের দায়িত্ব অর্পণ করাই হবে শ্রেষ্ঠ উপায়। এ শিক্ষা বিস্তারের জন্য সরকারকে অর্থ সাহায্যের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। কমন্স সভার নিকট মিশনারী দাবীর সমর্থনে জোরদার হলো। তুমুল বিতর্ক ও প্রতিবাদী পক্ষের প্রচন্ড বিরোধিতা সত্ত্বেও সনদে মিশনারীদের জয়সূচক ধারা সংযোজিত হলো। ১৯১৩ সালে সনদ আইনের ১৩নং প্রস্তাবনায় বলা হলোঃ

''ভারতে অবস্থিত বৃটিশ সাম্রাজ্যে প্রজাবর্গের স্বার্থ ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যের উন্নতি এবং এ উদ্দেশ্যে কার্যকর জ্ঞান প্রচার ও নৈতিক উন্নয়নের দায়িত্ব এদেশকেই (ইংল্যান্ড) গ্রহণ করতে হবে। এ শুভ কর্ম সম্পাদনের জন্য যে সকল ব্যক্তি ভারতে গমন ও অবস্থান করতে চান তাদেরকে আইন মাফিক যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা দান করা সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

দ্বিতীয় প্রশ্নের বিরোধিতা করেন কোম্পানীর পরিচালক সভা। কেননা, তাঁরা মানব কল্যাণের চেয়ে আর্থিক দিকটাই বড় করে দেখে ছিলেন। তাছাড়া, স্বয়ং ইংল্যান্ডেই শিক্ষাকে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব হিসেবে গণ্য করা হয়নি– এ অজুহাতে তাঁরা কর্মকর্তার দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে সনদ আইনে ৪৩নং অনুচ্ছেদটি যুক্ত হলো। এ অনুচ্ছেদে বলা হলো।

"সাহিত্যের পুনরুজ্জীবন ও উন্নয়ন, ভারতে দেশীয় পন্ডিতবর্গের উৎসাহ দান এবং ভারতে বৃটিশ অধিকৃত অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রবর্তন ও উন্নয়নের জন্য রাজস্ব ভান্ডার থেকে বার্ষিক কমপক্ষে ১ লক্ষ টাকা ব্যয় করাই হবে পরিষদ গভর্ণর জেনারেলের আইনী কাজ।"

১৮১৩ সালের ২৩শে জুন কমন্স সভায় এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং ২১শে জুলাই তা রাজকীয় সম্মতি লাভ করে।

প্রতিক্রিয়া

১। ১৮১৩ সালে সনদ আইনের ফলে মিশনারীদের জয় ঘোষিত হলো। তাঁরা ভারতবর্ষের ধর্ম প্রচার ও শিক্ষা প্রচেষ্টার পূর্ণস্বাধীনতা লাভ করলেন। মিশনারীরা ভারতে এসে স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ পেলেন। বস্তুতঃ এ সময়ই ভারতে আধুনিক শিক্ষার ভিত্তি স্থাপিত হয়।

২। মিশনারী ও কোম্পানীর মধ্যকার দীর্ঘ দিনের দন্ধের অবসান হলো।

৩। বৃটিশ পার্লামেন্ট প্রথম বারের মত ভারতবর্ষকে শিক্ষার গুরুত্ব স্বীকার করে শিক্ষার উন্নয়নের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ নির্ধারণ করলেন।

৪। এতদিন কোম্পানীর কর্মকর্তাবৃন্দ ভারতীয় সাহিত্য ও কৃষ্টির উন্নয়নের মাধ্যমে ভারতীয়দের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার কামনা করে আসছিলেন। ১৮১৩ সালের সনদ আইনে সে সুযোগ সৃষ্টি হলো। ভারতীয় শিক্ষার উন্নয়ন কোম্পানীর দায়িত্বে পরিণত হলো। কালক্রমে কোম্পানীর কর্মকর্তা ও মিশনারী সংস্থাগুলো যুক্ত হয়ে জাতীয় শিক্ষা পদ্ধতির বুনিয়াদ রচনা করার সুযোগ পেলেন।

এসব কারণে ১৮১৩ সালের সনদ আইনকে ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাসে সন্ধিকাল (Turning Point in the history of Indian Education) বলা হয়। কিন্তু বরাদ্দকৃত ১ লক্ষ টাকা কীভাবে খরচ করা হবে সনদ আইনে তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ ছিল না। ফলে নিম্নোক্ত ৪টি প্রশ্নে মত পার্থক্য দেখা যায়।

ক) এদেশীয় শিক্ষানীতির লক্ষ্য কী হবে?

খ) শিক্ষা পরিবেশক সংস্থাগুলোর প্রকৃতি কেমন হবে?

গ) শিক্ষা বিস্তারের পদ্ধতি কী হবে?

ঘ) শিক্ষার মাধ্যম কী হবে?

শিক্ষানীতি প্রশ্নে তিনটি মতের সৃষ্টি হয়। এক দল মনে করেন এদেশীয়দের শিক্ষিত করার দায়িত্ব থাকবে কোম্পানীর উপর। দ্বিতীয় দলের মতে, এদেশীয় শিক্ষার লক্ষ্য হবে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের

প্রসার সাধন। তৃতীয় দল মনে করলেন, শিক্ষার লক্ষ্য হবে কোম্পানীর অধঃস্তন পদে নিয়োগের জন্য কর্মচারী সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ভারতীয়দের শিক্ষিত করা।

দ্বিতীয় প্রশ্নে তিনটি মতের সৃষ্টি হয়। প্রথম দল দেশীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে, দ্বিতীয় দল মিশনারী উদ্যোগের মাধ্যমে ও তৃতীয় দল কোম্পানীর প্রতিষ্ঠিত ও নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষার প্রসার সাধনের পক্ষে মত প্রকাশ করেন।

শিক্ষা বিস্তারের পদ্ধতির প্রশ্নে দুটি শক্তিশালী মত পার্থক্য দেখা দেয়। প্রথম দল এমতে বিশ্বাসী ছিলেন যে প্রথম মুষ্টিমেয় কিছু সংখ্যক লোককে শিক্ষিক করতে হবে। তাঁরাই পরবর্তীতে ক্রম নিম্নস্তরের জনগণকে শিক্ষিত করে তুলবেন। এমতে বিশ্বাসীরাই নিম্নগামী পরিস্রবণ নীতির জনসাধারণকে শিক্ষিত করার কোম্পানীর দায়িত্বের কথা জোর দিয়ে বলেন।

শিক্ষার মাধ্যম প্রশ্নেই সবচেয়ে বেশি মত পার্থক্য দেখা দেয়। এক দল আরবী সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে মুনরো, এলফিনষ্টোন প্রমুখ দ্বিতীয় দল ভুক্ত মনীষীরা ভারতীয় ভাষার মাধ্যমে এবং তৃতীয় দল ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার সাধনের কথা জোর দিয়ে বলেন।

এসব মত পার্থক্য কেবলমাত্র কোম্পানীর কর্মকর্তাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। নিরঙ্কুশভাবে ভারতীয়দের স্বতন্ত্র কোন মত ছিল না। তাঁরা কেহ এমতে, কেহবা অন্যমতে বিশ্বাসী ছিলেন।

কোম্পানীর পরিচালক সভা এমত পার্থক্য নিরসন করার চেষ্টা না করে ১৮৫৩ সাল পর্যন্ত শিক্ষাক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য মত ও পথ খুঁজে বের করার জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান। ১৮৫৪ সালের উডের ডেসপ্যাচে সকল দন্দ্বের নিরসন করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.৩

সঠিক উত্তরে পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১। ১৮১৩ সালের সদন আইনের ১৩নং প্রস্তাবনায় কোন্ পক্ষের জয় সূচক ধারাটি সংযোজিত হয়?

(ক) মিশনারী পক্ষের
(খ) কোম্পানীর পক্ষের
(গ) ভারতীয় পক্ষের
(ঘ) প্রাচ্যবাদী পক্ষের

২। সনদ আইনের ৪৩নং অনুচ্ছেদে বার্ষিক কত টাকা ব্যয় বরাদ্দের কথা উল্লেখ করা হয়?

(ক) ৩ লক্ষ টাকা
(খ) ২ লক্ষ টাকা
(গ) ১—— লক্ষ টাকা
(ঘ) ১ লক্ষ টাকা

৩। সনদ আইনের ফলে কারা ভারতে শিক্ষা প্রচেষ্টার পূর্ণস্বাধীনতা পেলো?

(ক) ভারতীয় হিন্দুরা
(খ) ভারতীয় মুসলমানরা
(গ) মিশনারীরা
(ঘ) কোম্পানীর কর্মকর্তারা

৪। ১৮১৩ সালে সনদ আইনের শিক্ষানীতির প্রশ্নে কয়টি মতের সৃষ্টি হয়?

(ক) ৪টি মতের
(খ) ৩টি মতের
(গ) ২টি মতের
(ঘ) ১টি মতের

৫। "ভারতবর্ষের শুধু শিক্ষিতের সংখ্যাই কমছে না শিক্ষার ব্যপকতা এমন কী শিক্ষক ও মূল্যবান বই পুস্তকের সংখ্যা কমে যাচ্ছে" মন্তব্যটি কে করেন?

(ক) লর্ড ডালহৌসি
(খ) লর্ড কার্জন
(গ) লর্ড মিন্টো
(ঘ) লর্ড ময়রা

৬। কমন্স সভায় আলোচনা কালে দ্বিতীয় প্রশ্নের বিরোধীতা করে ছিলেন–

(ক) কোম্পানীর কর্মকর্তাগণ
(খ) কোম্পানীর পরিচালক সভা
(গ) কমন্স সভার সদস্যগণ
(ঘ) কাউন্সিল অব এডুকেশন

পাঠ ২.৪ নিম্নগামী পরিস্রবণ নীতি ঃ বিভিন্ন দিক

এ পাঠ শেষে আপনি –

- লর্ড মেকলের শিক্ষা বিস্তারের পদ্ধতি হিসাবে গৃহীত নিম্গামী পরস্রিবণ নীতি সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- এই নীতির ফলাফল উল্লেখ করতে পারবেন।
- এ নীতির প্রতিক্রিয়া ও ব্যর্থতা সম্পর্কে বলতে পারবেন।

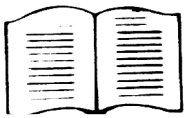

লর্ড মেকলে ১৮৩৪ সালে ভারতবর্ষে এলে তাঁকে শিক্ষা কমিটির সভাপতি নিযুক্ত করা হয়। ১৮১৩ সালের সনদ আইন অনুযায়ী ভারতীয় জনগণের জন্য শিক্ষাখাতে বরাদ্দকৃত অর্থ কোন্ ধরনের শিক্ষাখাতে ব্যয়িত হবে, যে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যাদানের জন্য তাঁর ওপর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। লর্ড মেকলে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষার পক্ষে অভিমত প্রকাশ করেন এবং দীর্ঘদিনের এ বিতর্কিত বিষয়ের অবসান ঘটান। তিনি এদেশে ইংরেজ শিক্ষকদের প্রতি একান্ত অনুগত সুবিধাভোগী একটি শ্রেণী সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। জনশিক্ষার ব্যাপারে তিনি একটি মতবাদ উপস্থাপন করেন। শিক্ষার ইতিহাসে এ মতবাদ নিম্গামী পরিস্রবণ নীতি নামে খ্যাত।

বিষয়বস্তু

শিক্ষা প্রচেষ্টা একটি বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থে নাকি সামগ্রিকভাবে জনগণের স্বার্থে পরিচালিত হবে এ নিয়ে কোম্পানীর শাসন আমলে একটি মত পার্থক্য ছিল। এ বিষয়ে প্রথম অবস্থায় একটি মত প্রচলিত ছিল যে সরকার পরিবর্তনের জন্য যাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন কেবল তাঁদেরকেই শিক্ষিত করে কোম্পানীর অধীনে চাকুরী দিয়ে তাঁরা সরকারের প্রতি অনুগত থাকবেন। এ ধারণার বশবর্তী হয়ে প্রথম অবস্থায় হিন্দু ও মুসলিম শিক্ষা পরিচালিত হয়েছিল। ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাসে এ নীতি নিম্গামী পরিস্রবণ নীতি, (Downward Filtration Theory) বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে।

এ নীতির প্রথম রূপটি ছিল এই যে, "Drop by drop from the Himalayas of Indian life useful information was to trickle downwards forming in time a broad and stately stream of irrigate the thirty plains" (অর্থাৎ ভারতীয় সমাজের উচুঁ স্তর থেকে কার্যকর জ্ঞান অল্প করে ক্রমশঃ চুঁইয়ে নেমে কালক্রমে বর্ণধারার মত শুষ্ক সমভূমিকে সিক্ত করবে)। সর্দার, নবাব ও রাজা শ্রেণীর সমাজের কিছু সংখ্যক লোককে প্রথমে কোম্পানী শাসক শ্রেণী তৈরি করার উদ্দেশ্যে শিক্ষিত করে তুলবেন। এ উদ্দেশ্যেই কোলকাতা মাদ্রাসা ও বেনারস সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্টিত হয়েছিল। কিন্তু এ উদ্দেশ্য সফল হয়নি। কেননা, উচ্চ শ্রেণীর লোকের জন্য প্রতিষ্ঠিত হলেও এসব প্রতিষ্ঠান বেশিরভাগ ছাত্র মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে আসতো।

ফলে মতবাদ ব্যর্থ হয়ে দ্বিতীয় রূপ পরিগ্রহ করে। নিম্ন পরিস্রবণ নীতির দ্বিতীয় রূপ অনুযায়ী কোম্পানী সমাজের উঁচু বা প্রভাবশালী শ্রেণীকে প্রথমে শিক্ষিত করবেন। তাঁরাই পরবর্তীতে সমাজের অন্যান্যদের

উপর শিক্ষা ও সংস্কৃতিগত প্রভাব বিস্তার করবেন। ১৮৩০ সালে মাদ্রাজ সরকারের প্রতি কোম্পানীর পরিচালক সভার নির্দেশ নামায় এ ভাবটিই ফুটে উঠেছিল। কিন্তু ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় বিশেষ করে হিন্দু সমাজের মধ্যে বর্ণ বৈষম্য থাকায় এ নীতিও সফল হয়ে উঠেনি।

পরিস্রবণ নীতির দ্বিতীয় রূপটিও পরিবর্তিত হলো। ওয়ার্ডেন প্রমুখ কোম্পানীর কর্মকর্তাবৃন্দ তৃতীয় রূপটি প্রচার করেন। তাঁদের মতে সমাজের মুষ্টিমেয় কতকগুলো লোককে (তাঁরা উচ্চ শ্রেণীর হোক বা নিম্ন শ্রেণীর হোক) ভালভাবে পাশ্চাত্য শিক্ষা দিতে পারলে সে শিক্ষার ফল ক্রমেই নিম্ন স্তরে নেমে আসবে)। ১৮৩৫ সালে বড়লাটের কার্যনির্বাহী পরিষদের আইন সদস্য ও জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইন্সটাকশন এর সভাপতি এবং ঐ নীতির প্রধান প্রবক্তা লর্ড মেকলে খুব জোরেসোরে নিম্গামী পরিস্রবণ নীতি প্রচার করেন। এ নীতির ব্যাখ্যা দিয়ে তিনি বলেন, "বর্তমানে আমাদের সকল প্রচেষ্টা নিয়োগ করে এমন এক শ্রেণীর লোক গড়ে তুলতে হবে যাঁরা আমাদের এবং আমরা যে লক্ষ লক্ষ

লোক শাসন করছি তাঁদের মধ্যে দোভাষীর কাজ করবেন। তাঁরা হবেন এমন এক শ্রেণীর লোক যাঁরা হবেন রক্তে বর্ণে ভারতীয় কিন্তু রুচিতে, ভাবধারার, নৈতিকতায় ও বুদ্ধিবৃত্তিতে হবেন ইংরেজ। তাঁর মতে, "ইংরেজী সাহিত্য ও জ্ঞান বিজ্ঞান থেকে শব্দ চয়ন করে দেশীয় ভাষায় উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি সাধন করে শিক্ষার উপযুক্ত হিসেবে মাধ্যম গড়ে তোলার ও জনগণের মধ্যে জ্ঞান বিস্তারের দায়িত্ব এ শ্রেণীর লোরে উপর ন্যস্ত করতে হবে। ১৮৩৯ সালে তদানীন্তন বড়লাট এক বিবরণীতে এ নীতি অনুমোদন করেন।

ব্যর্থতার কারণ

প্রধানত ২টি কারণ নিু পরিস্রবণ নীতি ঈস্পিত লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়।

১। ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিরা সরকারের অধীনে সহজেই লোভনীয় চাকুরী পেতেন। ফলে দেশবাসীকে শিক্ষিত করে তোলার সময় ও সুযোগ তাদের ছিল না।

২। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিদের ধ্যান-ধারণা ও মন-মানসিকতা পরিবর্তন হতো এবং বৃহত্তর জনগোষ্ঠির সাথে তাঁরা স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলতেন। তাছাড়া হিন্দু সমাজের উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষিত ব্যক্তিরা নিম্ন শ্রেণীর বা বর্গের লোকের সাথে খুব কমই সামাজিক যোগাযোগ রক্ষা করতেন।

ফলাফল

নিুগামী পরিস্রবণ নীতি দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থাকে এমনভাবে পঙ্গু ও ধ্বংস করেছিল যে উহার জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার মর্যাদা অর্জন করার আর কোন সুযোগ রইল না।

এ নীতির ফলে মুষ্টিমেয় কিছু সংখ্যক লোক পাশ্চাত্য শিক্ষার সুযোগ লাভ করলেন বটে, কিন্তু সে শিক্ষা সুবিধাভোগকারী ঐ শ্রেণীর লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইলো। শিক্ষা পরিশ্রত হয়ে সাধারণ মানুষের নিকট পৌঁছার সুযোগ পায়নি।

এ নীতির ফলে শিক্ষার ক্ষেত্রে বৈষম্য সৃষ্টি হয়। ফলে জাতীয় সংহতির পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি শাসকগোষ্ঠীর বিমাতাসূলভ আচরণের ফলে দেশের জনশিক্ষার ক্ষেত্রে এক বিরাট শুণ্যতা ও ব্যবধান সৃষ্টি হয়। এ নীতি অনুসরণের ফলশ্রুতি হিসেবে লক্ষ্য করা যায় উনিশ শতকের প্রথমার্ধে দেশে শিক্ষিতের হার যা ছিল পরবর্তী পর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে সরকারী নীতি গ্রহণ করা সত্ত্বেও বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে নিরক্ষরতার হার আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল। নিুগামী পরিস্রবণ নীতি গ্রহীত হওয়ায় দীর্ঘ নিদ পরে বড়লাট কার্জন স্বীকার করেন যে এ নীতির ফলে দেশীয় শিক্ষা, ভাষা ও সাহিত্যের যথেষ্ট ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা হিসেবে এ নীতি পরিকল্পিত হয়নি। শিক্ষার বিকাশ অনেকটা খামখেয়ালী ও বিশৃংখলাজনক ছিল। জনগণের ভাবধারা ও আশা আকাংখা এ শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে স্থান পায়নি।

এতদ্সত্ত্বেও শিক্ষাক্ষেত্রে একেবারে উপকার সাধিত হয়নি এ কথা বলা যায় না। এ নীতি গৃহীত হওয়ার পর সরকারী প্রচেষ্টায় জেলা সদরে একটি উচ্চ ইংরেজী স্কুল প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত অনেক ব্যক্তি স্কুল প্রতিষ্ঠা ও শিক্ষকতার কাজে এগিয়ে আসেন। তাঁরাই ব্যক্তিগত উদ্যোগে শিক্ষা বিস্তারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। মাতৃভাষা ও আধুনিক ভারতীয় ছাপাখানা উন্নয়নের জন্য তারা আত্মনিয়োগ করেন। এগুলো শিক্ষার ফলপ্রসু মাধ্যম হিসেবে পরোক্ষভাবে সাধারণের শিক্ষা বিস্তারে সহায়তা করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.৪

সঠিক উত্তরে পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১। ইংরেজী শিক্ষার শিক্ষিত ব্যক্তিরা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সাথে স্বাতন্ত্র বজায় রাখতেন, কারণ ইংরেজী শিক্ষার ফলে–
- (ক) তাঁরা নিজেদের নিকৃষ্ট মনে করতেন
- (খ) তাঁরা অন্যদের শ্রেষ্ঠ মনে করতেন
- (গ) তাঁরা নিজেদের একটি পৃথক শ্রেণী মনে করতেন
- (ঘ) তাদের মন মানসিকতার পরিবর্তন হতো

২। ইংরেজী শিক্ষার ফলে এদেশে জনশিক্ষার ক্ষেত্রে বিরাট শূণ্যতা ও ব্যবধান সৃষ্টির কারণ–
- (ক) দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি শাসকবর্গের বিমাতা সুলভ আচরণ
- (খ) উচ্চ শিক্ষার প্রতি অবহেলা
- (গ) প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি অবহেলা
- (ঘ) শিক্ষার প্রতি সরকারের গুরুত্বদান

৩। ইংরেজী শিক্ষার শিক্ষিত ব্যক্তিরা দেশবাসীকে শিক্ষিত করার খুব কমই সময় ও সুযোগ পেতেন, কারণ–
- (ক) তাঁরা অন্য কাজে লিপ্ত থাকতেন
- (খ) তাঁরা সরকারের অধীনে সহজেই লোভনীয় চাকুরী পেতেন
- (গ) তাঁরা স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠায় ব্যস্ত থাকতেন
- (ঘ) দেশবাসীকে শিক্ষিত করতে চাইতেন না

৪। শিক্ষা প্ররিশ্রুত হয়ে জনগণের নিকট পৌঁছায়নি কারণ–
- (ক) জনগণ শিক্ষার জন্য তেমন কোন চেষ্টা করেনি
- (খ) সরকারের প্রচেষ্টার প্রতি জনগণের অনীহা ছিল
- (গ) ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত সুবিধাভোগী এক শ্রেণীর লোকের মধ্যেই শিক্ষা সীমাবদ্ধ ছিল?
- (ঘ) প্রাথমিক শিক্ষার প্রচেষ্টা হয়েছিল কিন্তু উচ্চ শিক্ষার প্রচেষ্টা হয়নি

৫। "তারা হবেন এমন এক শ্রেণীর লোক যাঁরা হবেন রক্তে ও বর্ণে ভারতীয় কিন্তু রুচিতে ও ভাবধারায়, নৈতিকতায় ও বুদ্ধিতে হবেন ইংরেজী" এ উক্তিটি কার?
- (ক) লর্ড বেনটিংক
- (খ) লর্ড মেকলে
- (গ) লর্ড হেসটিংক
- (ঘ) লর্ড ডালহৌসী

৬। নিম্নগামী পরিস্রবণ নীতি গ্রহীত হওয়ার ফলে জেলা সদরে কী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল?
- (ক) প্রাথমিক বিদ্যালয়
- (খ) মাধ্যমিক বিদ্যালয়
- (গ) ইংরেজী উচ্চবিদ্যালয়
- (ঘ) মহাবদ্যিালয়

৭। "নিম্নগামী পরিস্রবণ নীতির ফলে দেশীয় শিক্ষা ভাষা ও সাহিত্যের যথেষ্ট ক্ষতি সাধিত হয়েছে"– এ উক্তিটি কার?

(ক) লর্ড কার্জন
(খ) লর্ড ক্যানিং
(গ) লর্ড মিন্টো
(ঘ) লর্ড মেকলে

৮। নিম্নগামী পরিস্রবণ নীতির ফলে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা হয়েছিল?
(ক) পঙ্গু
(খ) ধ্বংস
(গ) সংহতি বিনষ্ট
(ঘ) উপরের সব কয়টিই সঠিক

পাঠ ২.৫ উডের ডেসপ্যাচ ঃ বিশেষ বিশেষ দিক

এ পাঠ শেষে আপনি –

- উডের ডেসপ্যাচ কী ও কেন– সে সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- এ দলিলে তৎকালিন প্রচলিত ভারতীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে পুরাতন দদ্বের অবসান সম্পর্কিত– সুপারিশসমূহ জানতে পারবেন।
- ভারতে শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়নের জন্য নতুন পরিকল্পনা সম্পর্কিত সুপারিশসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।
- এই পাঠের বিষয়সমূহকে প্রকৃতভাবে ম্যাগনা কাটা বলা যায় কিনা সে সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

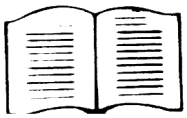

শিক্ষা প্রসঙ্গে সুনির্দিষ্ট সরকারী নীতির অভাব ছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে। ফলে বেসরকারী মিশনারী ও সরকারী শিক্ষা প্রচেষ্টার মধ্যে সমন্বয়ের অভাব ছিল। অবশেষে শিক্ষাক্ষেত্রে সঠিক ও সুনির্দিষ্ট নীতি প্রণয়নের সময় ও সুযোগ এলো ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে সনদ আইন নবায়নের সময়। ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে সবদিক অনুসন্ধান করে এ সময়ে লিখিত হলো এদেশের শিক্ষা সম্পর্কিত প্রথম দলিল। কোম্পানীর নিয়ন্ত্রন সভার সভাপতি চার্লস উড সাহেবের নামে এ দলিল প্রকাশিত হলো ১৮৫৪ সালে। দলিলটি শতাব্দী পূর্বে রচিত হলেও তা আজও আধুনিকতার অভিব্যক্তি হিসেবে অভিনবত্ব দাবী করতে পারে।

১৮১৩ সালের সনদ আইনের পর ভারতবর্ষে শিক্ষাক্ষেত্রে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা চালানো হয়েছিল, অনেক মত-পার্থক্যেরও সৃষ্টি হয়েছিল ফলে ভারতবর্ষের শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠন নীতি নির্ধারণের জন্য অতীতের শিক্ষা প্রচেষ্টার ব্যাপক পর্যালোচনার প্রয়োজন অনুভূত হয়। এমনি এক সময় কোম্পানীর সনদ আইনের নবায়নের সময় হলো ১৮৫৩ সালে। কমন্স সভার একটি নির্বাচনী কমিটি ভারতবর্ষে শিক্ষার অগ্রগতি সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ অনুসন্ধান কার্য পরিচালনা করেন। এ অনুসন্ধান কার্যের রিপোর্টের ভিত্তিতে কোম্পানীর পরিচালক সভা ১৮৫৪ সালের ১৯ জুলাই একশত অনুচ্ছেদ সম্বলিত একটি সুদীর্ঘ শিক্ষা ডেসপ্যাচ প্রেরণ করেন। তৎকালীন বোর্ড অব কন্ট্রোলের সভাপতি মিঃ চার্লস উডের প্রচেষ্টায় ডেসপ্যাচ লিখিত হয়। এজন্য ডেসপ্যাচকে উডের শিক্ষা ডেসপ্যাচ বলা হয়।

পুরাতন দন্দ্ব নিরসন

উডের ডেসপ্যাচ তৎকালীন সময়ে প্রচলিত ভারতীয় শিক্ষা সম্পর্কে দন্দ্বের নিরসণের জন্য নিম্নোক্ত কয়েকটি সুপারিশ করা হয়।

১। ক) ভারতীয়দের শিক্ষিত করা কোম্পানীর নৈতিক দায়িত্ব।

খ) ভারতবর্ষে শিক্ষার বিস্তার কোম্পানীকে বিপুল সংখ্যা বিশ্বস্ত ও দক্ষ অধঃস্তন কর্মচারী সরবরাহের সহায়ক হবে।

গ) ভারতীয়দের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার শুধু ভারতীয়দের অর্থনৈতিক উন্নয়ন আনবে না ইংল্যান্ডেরও স্বার্থ রক্ষিত হবে।

২। প্রাচ্য শিক্ষা ও পাশ্চাত্য শিক্ষার দ্বন্দ্ব নিরসণের সনের জন্য ডেসপ্যাচে ঘোষণা করা হয় যে, হিন্দু ও মুসলিম আইন অধ্যায়ন এবং ভাষা সাহিত্যের অনুশীলন ও উন্নয়নের জন্য পাচ্য শিক্ষার প্রয়োজন। তাদের ভারতীয় ভাষা এবং সাহিত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানে তেমন উন্নত নয়। এজন্য যে ধরনের শিক্ষা বিস্তার করতে হবে তাতে থাকবে ইউরোপীয় কলা, বিজ্ঞান, দর্শন ও সাহিত্য, সংক্ষেপে ইউরোপীয় জ্ঞানভান্ডার। এ পাশ্চাত্য শিক্ষা শুধু মাত্র উচ্চ পর্যায়ের বুদ্ধি বিকাশের সহায়ক হবে না, এ শিক্ষা ভারতবাসীর নৈতিক চরিত্র গঠনেও সহায়তা করবে।

৩। শিক্ষার প্রশ্নে দ্বন্দ্ব নিরসণের জন্য ডেসপ্যাচে বলা হয় যে ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানকে ভারতীয় ভাষায় অনুবাদের অভাব হেতু ইংরেজীকে প্রথম দিকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে গণ্য করার প্রয়োজন

হয়েছিল, দেশীয় শিক্ষাকে ধ্বংস করা বা ভারতীয় ভাষাকে নিরুৎসাহিত করার জন্য নয়। ডেসপ্যাচে ঘোষণা করা হয় যে ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার সাধনের জন্য ইংরেজী ও ভারতীয় ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যমে গণ্য করতে হবে।

নতুন পরিকল্পনা

ভারতবর্ষে শিক্ষঅর বিস্তার ও উন্নয়নের জন্য ডেসপ্যাচে নিম্নোক্ত নতুন পরিকল্পনা করা হয়ঃ

১। **জন শিক্ষা বিভাগ গঠনঃ** নতুন প্রকল্পে প্রথমেই ছিল জনশিক্ষা বিভাগ গঠন করার কথা। বাংলা, বোম্বে, মাদ্রাজ, উত্তর পশ্চিম প্রদেশ ও পাঞ্জাব প্রদেশে বোর্ড বা কাউন্সিলের পরিবর্তে পৃথক জনশিক্ষা বিভাগ গঠন করতে হবে। একজন ডাইরেক্টর অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন দ্বারা এ শিক্ষা বিভাগ পরিচালিত হবে। যথেষ্ট সংখ্যক পরিদর্শন কর্মকর্তা তাঁকে সাহায্য করবেন।

২। **বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাঃ** প্রকল্পের দ্বিতীয় বিষয় ছিল কোলকাতা, বোম্বে, মাদ্রাজ ও অন্য যে কোন স্থানে যেখানে যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে সেখানে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠান করার সুপারিশ। এ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হবে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকারী প্রতিষ্ঠানের মত। সিনেট দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হবে। একজন চ্যান্সেরল, একজন ভাইস চ্যান্সেলর ও সরকার কর্তৃক মনোনীত ফেলোদের নিয়ে সিনেট গঠিত হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কাজ হবে পরীক্ষা পরিচালনা করা ও ডিগ্রী প্রদান করা।

৩। **শিক্ষার স্তর বিন্যাসঃ** নতুন প্রকল্পের তৃতীয় স্তর ছিল ভারতের সর্বত্র প্রাথমিক থেকে উচ্চ শিক্ষা পর্যন্ত শিক্ষার জাল বিস্তারের পরিকল্পনা। এ স্তর বিন্যাসের সর্বোচ্চ স্তর থাকবে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরের শিক্ষা। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত কলেজ সমূহের মাধ্যমে কলা ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার শিক্ষা এ স্তরে প্রসারিত হবে। এর নিচের স্তরে থাকবে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো। এ স্তরে ইংরেজী ও আধুনিক ভারতীয় ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেয়া হবে। সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে দেশজ প্রাথমিক বিদ্যালয়। এখানে শিক্ষার মাধ্যম হবে মাতৃভাষা।

ডেসপ্যাচে বলা হয় যথোপযুক্ত অনুদানের মাধ্যমে দেশজ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো উৎসাহিত করতে হবে। এজন্য উত্তর পশ্চিম প্রদেশে থমাসন কর্তৃক গৃহীত পরিকল্পনার প্রতি সরকারের দৃষ্টি আর্কষণ করা হয়।

ডেসপ্যাচে স্বীকার করা হয় যে অতীতের মুষ্টিমেয় কিছু সংখ্যক লোকের উচ্চ শিক্ষার জন্য বেশির ভাগ অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। এজন্য ডেসপ্যাচে নিম্নগামী পরিস্রবণ নীতি বাতিল করে সর্বস্তরের দৃষ্টি আর্কষণ করা হয়।

ডেসপ্যাচে স্বীকার করা হয় যে অতীতে মুষ্টিমেয় কিছু সংখ্যক লোকের উচ্চ শিক্ষার জন্য বেশির ভাগ অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। এজন্য ডেসপ্যাচে নিম্নগামী পরিস্রবণ নীতি বাতিল করে সর্বস্তরের জনগণের শিক্ষার জন্য সরকারী অর্থ ব্যয় ও উদ্যোগ গ্রহণের নীতি ঘোষণা করা হয়।

৪। **সরকারী অনুদান ঃ** স্তর বিন্যস্ত শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনা করা শুধু সরকারের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই বেসরকারী উদ্যোগকে উৎসাহিত করার জন্য কতকগুলো শর্ত সাপেক্ষে অনুদান প্রদানের সুপারিশ করা হয়। বলা হলো, যে সব স্কুল নিম্নলিখিত শর্ত মেনে চলবে তাদেরকে অনুদান দিতে হবে।

ক) যে সব স্কুল ধর্ম নিরপেক্ষ শিক্ষাদান করবে

খ) যে সব স্কুলে স্থানীয় উত্তম পরিচালন ব্যবস্থা রয়েছে

গ) যে সব স্কুল সরকারী পরিদর্শন ও সরকার কর্তৃক আরোপিত শর্তাদি মেনে চলবে এবং

ঘ) যে সব স্কুল শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে কিছু বেতন আদায় করবে।

৫। **অন্যান্য সুপারিশ ঃ** উডের ডেসপ্যাচে নিম্নোক্ত আরও কতকগুলো উল্লেখযোগ্য সুপারিশ করা হয়।

শিক্ষক শিক্ষণ

শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য প্রত্যেক প্রেসিডেন্সীতে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষকদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষণ কেন্দ্র বা নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠা করে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের সুপারিশ করা হয়। আরও বলা হয় যে চাকুরীতে শিক্ষকগণ যাতে উপবৃত্তি নিয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারে তার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকদের পর্যাপ্ত বেতনদানের সুপারিশ করা হয়।

বৃত্তিম লক শিক্ষা

আইন, চিকিৎসা, ইঞ্জিনিয়ারিং, শিল্প প্রভৃতির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বে বৃত্তিমূলক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপনে সুপারিশ করা হয়।

নারী ও মুসলমানদের শিক্ষা

শিক্ষাক্ষেত্রে অনগ্রসর মুসলমানদের শিক্ষা ও অবহেলিত নারী শিক্ষার উন্নয়নের জন্য সরকারী প্রচেষ্টার

প্রয়োজনীয়তার কথা ডেসপ্যাচে উলে-খ করা হয়। এসব ব্যাপারে ধর্মনিরপেক্ষতা বজায় রাখা সরকারী কর্তব্য বলে সুপারিশ করা হয়।

সমালোচনা

উডের ডেসপ্যাচের সাক্ষাৎ ফল হিসেবে লক্ষ্য করা যায় যে ১৮৬৫ সালের মধ্যে প্রত্যেক প্রদেশের সরকারী শিক্ষা বিভাগ গঠন এবং কোলকাতা, বোম্বে ও মাদ্রাজে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

তাছাড়া অল্প দিনের মধ্যে সরকারী অনুদান প্রথা চালু করে মাধ্যমিক শিক্ষার বিস্তার সাধনকে উৎসাহিত করা হয়েছে। প্রচেষ্টার অবসান হয় এবং এদেশে সুনির্দিষ্ট নীতিযুক্ত জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার সম্ভাবনা দেখা দেয়।

ডনন্মুগামী পরিস্রবণ নীতি বাতিল করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নয়নের মাধ্যমে জনশিক্ষার বিস্তারের পথ সুগম করা হয়েছে। ডেসপ্যাচ শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ইংরেজীর পাশে মাতৃভাষার স্বীকৃতিতে জনগণের হতাশা হ্রাস পেয়েছে।

উপরন্তু, শিক্ষণ, বৃত্তিমূলক শিক্ষণ ও নারী শিক্ষার সুপারিশ করে যুগের দাবীকে মর্যাদা দেয়া হয়েছে।

এসব কারণে উডের শিক্ষা ডেসপ্যাচকে জেমস্ সাহেব ভারতীয় শিক্ষার ম্যাগনা কার্টা বলে আখ্যায়িত করেছেন।

নিরপেক্ষভাবে বিচার করলে দেখা যায় যে উডের শিক্ষা ডেসপ্যাচকে শিক্ষা সংক্রান্ত 'ম্যাগনা কার্টা' বলে অভিহিত করা অতিরঞ্জিত হয়েছে। কেননা–

১। ম্যাগনা কার্টা হলে ডেসপ্যাচের সব সুপারিশই কার্যকরী না হয়ে পারতো না। পরবর্তীতে লক্ষ্য করা যায় ডেসপ্যাচের অনেক সুপারিশ কার্যকরী করা হয়নি বা যথার্থ অর্থে কার্যকরী হয়নি।

২। শিক্ষার জনগণের অধিকারকে স্বীকার না করে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব গ্রহণের সুপারিম করা হয়েছে।

৩। ডেসপ্যাচ ভারতীয় ঐতিহ্য ও কৃষ্টির উপর গুরুত্ব আরোপ না করে কোম্পানী সরকারের বাণিজ্যিক ও ঔপনিবেশিক স্বার্থের উপর ভিত্তি করে শিক্ষানীতি রচিত হয়েছে।

৪। সরকারী অনুদান প্রথার মাধ্যমে বেসরকারী উদ্যমকে উৎসাহিত করা হয়েছে ঠিকই, তবে অর্থ সাহায্যের ক্ষমতা সরকারের হাতে থাকায় শিক্ষার উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ জোরদার করা হয় এবং শিক্ষা প্রচেষ্টা থেকে সরকারী দায়িত্ব গুটিয়ে নেয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা হয়েছে।

৫। ইংরেজীর ন্যায় মাতৃভাষার মাধ্যমে মাধ্যমিক শিক্ষার প্রবর্তন ও সাধারণের মধ্যে শিক্ষার ব্যাপক বিস্তার সংক্রান্ত সুপারিশগুলো কার্যকরী না হওয়াই ডেসপ্যাচের কল্যাণকর দিক উপেক্ষিত হয়েছে।

৬। ডেসপ্যাচে সাধারণ শিক্ষার উপর অধিক গুরুত্ব দেয়ার ফলে বহুদিন এদেশে বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রবণতা সৃষ্টি হয়নি বরং কেরানী হওয়ার প্রবণতা বেড়ে যায়।

৭। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণ প্রচেষ্টার উপর গুরুত্ব না দিয়ে শুধু পরীক্ষা গ্রহণের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। উপরন্তু, ডেসপ্যাচ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কার্যকলাপ সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট নীতি গ্রহণ করা হয়নি।

উডের ডেসপ্যাচের এসব ত্রুটি বিচ্যুতির পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে পূর্ববর্তী সনদগুলো অপেক্ষা এ ডেসপ্যাচটি অনেকটা কল্যাণকর উন্নতমানের হলেও এক 'ম্যাগনা কার্টা' বলে আখ্যায়িত করা যায় না। এর সুপারিশগুলো ছিল নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ও যুগোপযোগী। তাই একে একটি মূল্যবান দলিল বলাই যুক্তিযুক্ত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.৫

সঠিক উত্তরে পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১। উডের-ডেসপ্যাসে নতুন পরিকল্পনার দ্বিতীয় বিষয় হিসেবে কী প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করা হয়?
- (ক) সরকারী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার
- (খ) সরকারী মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার
- (গ) সরকারী মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠার
- (ঘ) বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার

২। ভারতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অন্য কোন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে প্রতিষ্ঠিত হবে বলে দলিল সুপারিশ করা হয়?
- (ক) লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়
- (খ) প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়
- (গ) হার্বাট বিশ্ববিদ্যালয়
- (ঘ) বোলগ্না বিশ্ববিদ্যালয়

৩। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কিসের দ্বারা পরিচালিত হবে বলে দলিলে সুপারিশ করা হয়?
- (ক) সিন্ডিকেট দ্বারা
- (খ) সিনেট দ্বারা
- (গ) ম্যানেজিং কমিটি দ্বারা
- (ঘ) বোর্ড অব কন্ট্রোল দ্বারা

৪। ডেসপ্যাচের নতুন পরিকল্পনায় শিক্ষা বিভাগ কার দ্বারা পরিচালিত হবে বলে সুপারিশ করা হয়?
- (ক) ডাইরেক্টর দ্বারা
- (খ) ডাইরেক্টর জেনারেল দ্বারা
- (গ) ডাইরেক্টর অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন দ্বারা
- (ঘ) চেয়ারম্যান এর দ্বারা

৫। শিক্ষার-স্তর-বিন্যাসে সর্ব উচ্চস্তরে কোন্ প্রতিষ্ঠান থাকবে?
- (ক) বিদ্যালয়
- (খ) মহাবিদ্যালয়
- (গ) বিশ্ববিদ্যালয়
- (ঘ) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

৬। শিক্ষার স্তর বিন্যাসের সর্বনিম্ন-স্তরের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার মাধ্যমে কী হবে?
- (ক) ইংরেজী ভাষা
- (খ) আরবী ভাষা
- (গ) সংস্কৃত ভাষা
- (ঘ) মাতৃভাষা

৭। বেসরকারী উদ্যোগকে উৎসাহিত করার জন্য ডেসপ্যাচে কিসের সুপারিশ করা হয়?
- (ক) সরকারী অনুদানের
- (খ) ভূমি দানের
- (গ) ব্যক্তিগত দানের
- (ঘ) চাঁদা আদায়ের

৮। উডের ডেসপ্যাচের বাস্তবায়নের ফলে কত সালের মধ্যে প্রত্যেক প্রদেশে 'সরকারী শিক্ষা বিভাগ গঠিত হয়?

(ক) ১৮২০ সালে
(খ) ১৮৪০ সালে
(গ) ১৮৫০ সালে
(ঘ) ১৮৬৫ সালে

পাঠ ২.৬ খৃষ্ট্রীয় ধর্মীয় শিক্ষা

এ পাঠ শেষে আপনি –

- এ পাঠ অ্যধয়ন করে আপনি মধ্যযুগে প্রচলিত খৃষ্টান ধর্মীয় শিক্ষা ব্যবস্থা বর্ণনা করতে পারবেন।

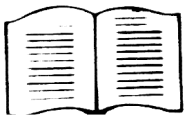

সমগ্র মধ্যযুগে শিক্ষা প্রধানত দুই ধারায় বিভক্ত ছিল, একটি খৃষ্টান ধর্ম অনুসারীদের প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থা, অপরটি মুসলিম জাতির শিক্ষা ব্যবস্থা। এই দুটি শিক্ষার ধারা ধর্মীয় বিশ্বাস, আদর্শ, ঐতিহ্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল। প্রথমে ধর্মীয় গোড়ামী দ্বারা শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত হলেও মধ্যযুগের শেষ ভাগ থেকে খৃষ্ট্রীয় ও মুসলিম শিক্ষা ব্যবস্থা জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে নতুন দিগন্তের সূচনা করে। এই উভয় ধারায় কতিপয় মৌলিক উপাদান আধুনিক শিক্ষার রূপদানে সহায়তা করেছিল।

খৃষ্টান ধর্মীয় শিক্ষা

খৃষ্ট্রীয় তৃতীয় শতক হতে মধ্যযুগের খৃষ্ট ধর্মীয় যে শিক্ষার সূত্রপাত হয় তার শেষ পরিণতি হয় ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে।

প্রথম দিকে খৃষ্টান বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষা বলতে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষাকে বুঝাত। তৎকালে সামাজিক পাপ ও অনাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামেই ধর্মযাজকগণ ব্যস্ত ছিলেন। তাই নৈতিক শিক্ষার জন্য কতকগুলি পাঠশালা চালু করা হয়। কেবলমাত্র খৃষ্টান ছেলেদের জন্য এই শিক্ষা দেওয়া হত। আবার যাজকদের শিক্ষাদানের জন্য চার্চের সাথে ক্যাথেড্রেল স্কুল নামে এক ধরনের বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। এ সকল বিদ্যালয়ে কঠোর নিয়মের মাধ্যমে পুরোহিতের শিক্ষা দেয়া হতো।

এরপর খৃষ্ট্রীয় চতুর্থ শতক থেকে ষোড়শ শতক পর্যন্ত ইউরোপে সন্নাসবাদ বা সন্নাসী জীবন ব্যবস্থা প্রবল হতে থাকে। এ শিক্ষার নীতি ছিল সাংসারিক সমস্ত কামনা, বাসনা পরিত্যাগ করে মঠে সাধু জীবনযাপন করা। মঠের শিক্ষার্থীরা নির্দিষ্ট কতকগুলি ধর্মীয় নিয়মের মাধ্যমে কৃচ্ছ সাধনার সাথে জীবনযাপন করত। মঠের শিক্ষ বৈরাগ্য দর্শনেই অনুপ্রাণিত ছিল। তবে মঠের শিক্ষা ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা ছিল। অনেক মঠে স্কুল ছিল না। পুস্তকের অভাবে ধর্মীয় শিক্ষার উপর অস্বাভাবিক গুরুত্ব আরোপ করা হত। পার্থিব শিক্ষাকে তারা অবহেলা করত। ফলে শিক্ষায় অনুসন্ধিসা ও সৃজনশীলতার অভাব পরিলক্ষিত হতে থাকে।

তবে শিক্ষা ক্ষেত্রে মঠের অবদানও কম নয়। মঠের অধিনায়কগণ প্রাচীন ভাবধারা দুরীভূত করে শিক্ষায় নতুন ভাবধারার জন্ম দিয়েছিল। তারা শিক্ষাদানের জন্য পাঠ্যক্রম প্রণয়ন করে মূল্যবান গ্রন্থসমূহের পান্ডুলিপির নকল প্রস্তুত করে এদের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছিল। এর ফলে বহু মূল্যবান গ্রন্থরাজী রক্ষিত ও প্রচারিত হতে থাকে। মঠবাসী সন্নাসীরা সমসাময়িক ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছিল। তাছাড়া বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষ করে আইন, ধর্ম, দর্শন হিসাবে প্রভৃতি বিষয়ে তারা বহু গ্রন্থ রচনা করেছিল। আধুনিক জগত জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে মধ্যযুগের মঠ সন্নাসীদের নিকট অনেকাংশে ঋণী।

মধ্যযুগের শেষ ভাগে ইউরোপে কতিপয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এ সকল উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি ধর্মীয় উচ্চশিক্ষা প্রদানের জন্য স্থাপিত হয়েছিল। পোপ, সম্রাট এবং রাজা ছিলেন এদের পৃষ্ঠপোষক। শুধু ধর্মশাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ নয় জ্ঞান বিজ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রেও এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অবদান কম নয়। আধুনিক কালের বিকাশের ক্ষেত্রে এগুলোর বেশ অবদান রয়েছে। এই উচ্চ শিক্ষা

প্রতিষ্ঠানগুলিতে সাম্যবাদ, গণতন্ত্র , সমঝোতা, ভ্রাতৃত্ববোধ প্রভৃতি ভাবধারার বিকাশ হয়েছিল বলেও কেহ কেহ মনে করেন।

এ সকল উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জ্ঞান চর্চার মধ্য দিয়ে মানুষ নিজের গুণাগুণ ও ক্ষমতা সম্পর্কে সজাগ হয়ে ওঠে এবং তাদের প্রাণে নতুন ভাবধারা ও জিজ্ঞাসার উন্মেষ হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.৬

সঠিক উত্তরে পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১। মধ্যযুগের শিক্ষা প্রধানত কয় ধারায় বিভক্ত ছিল?
- (ক) ২টি
- (খ) ৩টি
- (গ) ৫টি
- (ঘ) ৪টি

২। ধর্মীয় বিশ্বাস, আদর্শ ও ঐতিহ্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল কোন ধর্ম?
- (ক) খৃষ্টান ধর্ম
- (খ) হিন্দু ধর্ম
- (গ) বৌদ্ধ ধর্ম
- (ঘ) তামিল ধর্ম

৩। মধ্যযুগের খৃষ্ট ধর্মীয় শিক্ষার সূত্রপাত হয় কবে?
- (ক) খৃষ্ট্রীয় তৃতীয় শতকে
- (খ) খৃষ্ট্রীয় দ্বিতীয় শতকে
- (গ) খৃষ্ট্রীয় প্রথম শতকে
- (ঘ) খৃষ্ট্রীয় চতুর্থ শতকে

৪। ইউরোপে সন্নাসী জীবন ব্যবস্থা প্রবল হতে থাকে কবে?
- (ক) খৃষ্ট্রীয় চতুর্থ শতক হতে
- (খ) খৃষ্ট্রীয় পঞ্চম শতক হতে
- (গ) খৃষ্ট্রীয় তৃতীয় শতক হতে
- (ঘ) খৃষ্ট্রীয় প্রথম শতক হতে

৫। খৃষ্টান বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষা বলতে কী বুঝাত?
- (ক) ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা
- (খ) ধর্মীয় শিক্ষা
- (গ) নৈতিক শিক্ষা
- (ঘ) বিজ্ঞান শিক্ষা

পাঠ ২.৭ মুসলিম শিক্ষা ব্যবস্থা

এ পাঠ শেষে আপনি –

- এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি শিক্ষায় মুসলমানদের অবদান সম্বন্ধে বর্ণনা করতে পারবেন।

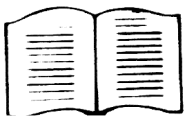

মুসলিম শিক্ষা ব্যবস্থা

মধ্যযুগে সপ্তম শতকে আরবের বুকে ইসলাম ধর্মের আবির্ভাবের পর যে শিক্ষার সূত্রপাত হয় তা মূলত ধর্মীয় ভাবধারায় পুষ্ট ছিল। ধর্মীয় অনুপ্রেরণার ফলে মুসলমানগণ প্রথম থেকেই শিক্ষা বিস্তারে ব্রতী হয়। খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে সাধারণ মানুষ থেকে আরম্ভ করে খলিফা ও সরকারী কর্মাচারীগণ ও যে যেখানে গিয়েছিল সেখানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছেন। শিক্ষার জন্য রাজকোষ থেকে অর্থ ব্যয়ও করেছেন। উমাইয়া খলিফাগণও শিক্ষা প্রসারের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছেন। এই সময়ে হেজা প্রদেশের মক্কা, মদীনা, ইরাকের বসরা, কূফা, সিরিয়ার দামেস্ক ও উত্তর আফ্রিকার মিশর ইসলামী শিক্ষার সুবিখ্যাত কেন্দ্রে পরিণত হয়। তবে আব্বাসীয় খলিফা ও স্পেনের মূল খলিফাগণ জ্ঞানচর্চার ইতিহাসে অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দেন। উভয় সম্রাজ্যে অসংখ্য মসজিদ সংলগ্ন মন্তব্য মাদ্রাসা উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পাঠাগার ও গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও জ্ঞান চর্চার কেন্দ্রগুলিতে বহু পন্ডিত ব্যক্তি জ্ঞান সাধণায় নিয়োজিত থেকে সৃজনশীল অবদান রেখে গিয়েছেন। বলতে গেলে বৈজ্ঞানিক উন্নতির দিক দিয়ে তারা তখন ছিল সারা পৃথিবীর নেতৃস্থানীয়। খৃষ্ট্রীয় সপ্তম থেকে আরম্ভ করে ষোড়শ শতক পর্যন্ত মুসলিম জাতি জ্ঞানের আলোক বর্তিকা বহন করে দিকদিগন্তে নব নব আলোক রশ্মি বিচ্ছুরিত করতে থাকে। তারা শুধু সৃজনশীল অবদান দ্বারা বিশ্বের জ্ঞান ভান্ডার সমৃদ্ধি করেনি, গ্রীক ও রোমান সভ্যতার বিপুল জ্ঞানভান্ডার অবলুপ্তির পথ হতে উদ্ধার করেও ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য রেখে যায়। ইউরোপ মুসলিম প্রগতিশীল শিক্ষা ও আদর্শের সংস্পর্শে এসে নব জাগরণের ভাবধারায় মেতে উঠেছিল।

আধুনিক কালে শিক্ষার উত্তরণ

প্রাচীন মধ্যযুগের শিক্ষা অল্প সংখ্যক লোকের মধ্যে সীমিত ছিল, রেনেসাঁর পর ইউরোপে যে নবজাগরণের সৃষ্টি হয় তা মধ্যযুগীর স্থবির শিক্ষায় পরিবর্তনের সূচনা করে রিফরমেশন বা ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের ফলে শিক্ষায় জনগণের অধিকার স্বীকৃত হয়। ক্রমশ শিক্ষায় মানবতাবাদী ও উদার ভাবধারা প্রবেশ করতে থাকে। বিজ্ঞানের আবিষ্কার, শিক্ষা ও কলকারখানার প্রসার ও পরে শিল্প বিপ্লবের ফলে ইউরোপের শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন হয়। পাঠ্যক্রমে নতুন বিষয় যেমন বিজ্ঞান, গণিত ইত্যাদি স্থান পায়। শিল্প কলকারখানার কাজের জন্য শিক্ষা প্রসারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ফলে ইউরোপের উন্নত দেশসমূহে সুনির্দিষ্ট জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠে আবার আধুনিক গণতন্ত্র, বিকাশ ও প্রতিষ্ঠার পর জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের আকাংখিত ব্যবস্থা রূপে স্বীকৃতি লাভ করে।

আধুনিক রাষ্ট্রসম হ জাতীয় শিক্ষার রূপদানে শুধু জাতির আশা, আকাংখা, চাহিদা সম্পদ ইত্যাদি বিবেচনা করেন। সমকালীন উন্নত দেশসমূহের শিক্ষা ব্যবস্থার ভালমন্দ দিকগুলিও গ্রহণ করা হয়। মোটকথা আধুনিক শিক্ষার উৎসই হল আদি ও প্রাচীন মধ্যযুগীয় সভ্যতার শিক্ষা ও সংস্কৃতি। এই শিক্ষা ও সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে আমাদের আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা। তাই আমাদের বর্তমান শিক্ষার স্বরূপ বুঝতে হলে, তাকে উন্নত করতে হলে অতীত কালের এবং সমকালীন বিভিন্ন সমাজের শিক্ষা ব্যবস্থার বিকাশ, তাদের অগ্রগতি, শিক্ষার ভালমন্দ দিক জানতে হবে। অভিজ্ঞতার আলোকে আমরা বর্তমান শিক্ষার সঠিক ও সব আকাংখিত রূপ দিতে পারব এবং ভবিষ্যৎ শিক্ষার দিক নির্দেশ করতে সক্ষম হব।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.৭

সঠিক উত্তরে পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১। মধ্যযুগে আরবের বুকে কবে ইসলাম ধর্মের আবির্ভাব হয়?
- (ক) সপ্তম শতকে
- (খ) পঞ্চম শতকে
- (গ) দ্বিতীয় শতকে
- (ঘ) দ্বাদশ শতকে

২। মুসলমানগণ শিক্ষা বিস্তারে ব্রতী হয়েছিলেন–
- (ক) জ্ঞান লাভের আশায়
- (খ) ধর্মীয় অনুপ্রেরণার ফলে
- (গ) শিক্ষা লাভের আশায়
- (ঘ) কোনটিই নয়

৩। মুসলিম জাতি জ্ঞানের আলোক বর্তিকা বহন করে–
- (ক) সপ্তম থেকে ষোড়শ
- (খ) সপ্তম থেকে পঞ্চম
- (গ) সপ্তম থেকে চতুর্থ
- (ঘ) কোনটিই নয়

৫। ইসলামী শিক্ষার সুবিখ্যাত কেন্দ্রে পরিণত হয়–
- (ক) মক্কা
- (খ) মদীনা
- (গ) ইরাক
- (ঘ) সবকটিই

পাঠ ২.৮ শিক্ষা ব্যবস্থায় মুসলমানদের অবদান

এ পাঠ শেষে আপনি –

- এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি শিক্ষায় মুসলমানদের অবদান সম্বন্ধে বর্ণনা করতে পারবেন।

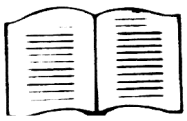

বিষয়বস্তু

১। চিকিৎসা শাস্ত্র

চিকিৎসা শাস্ত্রে ও অস্ত্র চিকিৎসায় এ যুগের মুসলমানদের অবদান অসামান্য। চিকিৎসা শাস্ত্রে ইবনে আব্বাস, ইবনে সিনা, ইবনে দুহর, ইবনে রুশদ, ওমর বিন-খলদুন প্রমুখ যুগান্তর সৃষ্টি করেছিলেন। আলী ইবনে আব্বাস একজন প্রসিদ্ধ অস্ত্র চিকিৎসক ছিলেন। প্রখ্যাত দার্শনিক ইবনে সিনা চিকিৎসক হিসেবেও সুপরিচিত ছিলেন। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ওপর তাঁর লিখিত কানুন চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভিত্তি হিসেবে সর্বত্র সমাদৃত ছিল।

আলী ইবনে আব্বাস বার খন্ডে চিকিৎসা শাস্ত্রের এক বই লিখেছিলেন। তিনি হিপোক্রেটিস এবং গিলেনের বহু ভূল তথ্য সংশোধন করেছিলেন।

২। জ্যোতির্বিদা

আব্বাসীয় যুগে জ্যোতিবিদ্যারও প্রভূত উন্নতি হয়েছিল। জ্যোর্তিবিদদের মধ্যে মশা আল্লাহ, সেন্দাবিন আলী, ইয়াহিয়া বিন মনসুর, আবু মাসার প্রমুখ বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। আবু মাসারের লিখিত জিসবায়ে মাসার জ্যোর্তিবিজ্ঞানের উৎস বলে বিবেচিত হতো। আবুল হাসান দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিস্কার করে জ্যোতিঃশাস্ত্রের বিশেষ উন্নতি সাধন করেন। ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত বাতানীর জ্যোতিঃশাস্ত্রীয় তালিকাসমূহ বহু শতাব্দী ধরে ইউরোপের জ্যোতিঃশাস্ত্রের ভিত্তিরূপ গৃহীত হয়েছিল।

খলিফা মামুনের প্রতিষ্ঠিত সামাহিয়ার মানমন্দিরে প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ আবু জাফর মুহম্মদ বিন মুসা, খাওয়ারিজমী এই মানমন্দিরে গবেষণা করতেন।

আবুল ওয়াদা ত্রিকোণমিতি এবং জ্যোতিঃশাস্ত্র বিষয়ক গবেষণার নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিলেন এবং

টলেমীর চান্দ্রিক মতবাদের ভ্রান্তি প্রদর্শন করে স্বাধীন ও নতুন তথ্য আবিস্কার করেছিলেন।

সুলতান মাহমুদের সময়কার আল বেরুনী একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ ছিলেন। তাঁর লিখিত আল-কানুন আল মাসুদী ও জ্যোতিঃশাস্ত্র মৌলিক জ্ঞান ও গবেষণার পরিচয় পাওয়া যায়। কবি ওমর খৈয়াম ও জ্যোতির্বিদ্যায় ও অংক শাস্ত্রে বুৎপন্ন ছিলেন।

৩। গণিত শাস্ত্র

গণিত শাস্ত্রে আরবদের অবদান বিস্ময়কর। আরবগণ পাশ্চাত্য জগতকে সংখ্যা গণনা পদ্ধতি শিক্ষাদান করে। আরব প্রতীক এখনও পৃথিবীর সকল জাতি ব্যবহার করে। তাঁর দশমিক পদ্ধতিও প্রবর্তন করে। বীজগণিতকেও তারা পূর্ণাঙ্গ রূপ দান করে। বীজগণিত ও আরবদের অন্যান্য গাণিতিক আবিস্কারগুলি আরব বণিকগণ দেশবিদেশে ছড়িয়ে দেয়।

আরবগণ সর্বপ্রথম বীজগণিতকে জ্যামিতিতে ব্যবহার করেন। এরপর সমীকরণ আবিস্কার করে দ্বিঘাত সমীকরণ ও দ্বিপদ উপপাদ্যের উন্নতি সাধন করেন। তাঁরা গোলক ত্রিকোণমিতি আবিস্কার করেছিলেন এবং তাঁরাই জ্যামিতিকে এ্যালজাব্রায় প্রয়োগ করেন।

প্রথম যুগে গ্রীক ও ভারতবর্ষের গণিত শাস্ত্রের গ্রন্থ সংগ্রহ ও অনুবাদ কার্য শেষ দশম থেকে চৌদ্দশতক পর্যন্ত মুসলমানদের গণিত শাস্ত্রের বহু মৌলিক অবদান রেখে গিয়েছেন। এই সময়ে জ্যোতিবির্দ্যা ও বীজগণিতের উন্নতি সাধিত হয় এবং সমতল ত্রিকোণমিতিকে প্রণালী বদ্ধ করা হয়। এরপর

মুসলমানগণ গোলাকার ত্রিকোণমিতির বিকাশ সাধন করেন। এই সময়ের পরিসংখ্যান, আলোক বিজ্ঞান, গতিবিজ্ঞান প্রভৃতি কথিত গণিতের শাখাসমূহের প্রাথমিক কার্য শুরু করেন।

গণিত শাস্ত্রে মৌলিক অবদানের ক্ষেত্রে আল বাওানী, আল ফারাবী, আলবেরুনী, আলখাওয়ারিজমী, আবুল কাশেম মানশামা, ওমর খৈয়াম, নাসিরউদ্দিন তুসী, আর কায়বী প্রমুখের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

৪। রসায়ন শাস্ত্র

আলকেমি হতে রসায়ন শাস্ত্রের জন্ম হয়েছে। এই শাস্ত্রের উন্নতিতে মুসলমানদের অবদান অপরিসীম। তাঁরাই প্রথম পাতন, পরিস্রবণ ও স্বচ্ছকরণের পদ্ধতি আবিষ্কার করেন।

জাবির ইবনে হাইয়ানকে আধুনিক রসায়নের জনক বলা হয়। তিনি রসায়ন শাস্ত্রের ওপর প্রায় ৫০০ গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি রসায়ন শাস্ত্রের দুইটি মূলসূত্র ভস্মীকরণ ও লঘুকরণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আলোচনা করেন। জাবের বালীকরণ উর্ধ্বপাতন, দ্রবীকরণ, স্ফটিককরণ, প্রভৃতি পদ্ধতির উন্নতি সাধন করেন। তাছাড়া যক্ষা এসিড, গন্ধক দ্রাবক, জল-দ্রাবক ও অন্যান্য যৌগিক সূত্র আবিষ্কার করেন। মোটকথা তিনি রসায়ন বিজ্ঞানকে প্রণালীবদ্ধ করে তাকে একটি গবেষণা পদ্ধতিতে পরিণত করেন। এই যুগের অপর একজন বিখ্যাত রসায়নবিদ ছিলেন আলরাযি। তিনি যক্ষার এসিডের পুনরাবিষ্কার করেন। বিখ্যাত চিকিৎসক ইবনে সিনাও রসায়ন শাস্ত্রকে প্রণালীবদ্ধ করেতে সাহায্য করেন।

আব্বাসীয় যুগে উদ্ভিদ বিদ্যারও বহু উন্নতি হয়। মুসলমান গ্রীকদের চেয়ে প্রায় দু'হাজার রকম গাছের শ্রেণীকরণ করেছিলেন। উদ্ভিদবিদদের মধ্যে ইবনে বাতরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। লতাপাতা সম্পর্কিত তাঁর প্রবন্ধাদি আজও উদ্ভিদবিদদের নিকট মূল্যবান বলে বিবেচিত। তাছাড়া ভূতত্ব ও প্রাণীতত্বেরও তাঁরা প্রভূত উন্নতি সাধন করেন।

২.৩ মুসলিম স্পেনে বিজ্ঞান চর্চা

স্পেনে মুসলিম খেলাফতের সময় মুসলমানগণ বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিশেষ করে জ্যোতিষশাস্ত্র ও চিকিৎসা বিজ্ঞানে আশানুরূপ উন্নতি সাধন করেন। স্পেপেন আন্দালুসিয়ায় জ্যোতির্বিদ্যায় উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল। অধিকাংশ স্পেনের জ্যোর্তিবিদ বিশ্বাস করতেন যে, মানুষের জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যবর্তীকালের ঘটনাবলী বহুলাংশে নাক্ষত্রিক প্রভাবে ঘটে থাকে। এই সময়ের জ্যোর্তিবিদগণের মধ্যে প্রথ্যাত ছিলেন কর্ডোভার আল মাজরিত, টলেডোর আল-জারকালী এবং সেভিলের ইবনে আফলাহ। আবদুল ইবনে আহম্মেদ ছিলেন স্পেনের তথা মুসলিম জাহানের সর্বশ্রেষ্ট উদ্ভিদ তত্ত্ববিদ।

দ্বিতীয় হাকামের রাজভবনের চিবিৎসক আল-জাহারা ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ অস্ত্র চিকিৎসক। ইবনে জুহুরী ছিলেন আর একজন বিখ্যাত চিকিৎসক এবং তাঁকে আল-জাহরার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। তাঁর পরিবারের প্রায় সকলেই ডাক্তার এবং তাঁরা আন্দুলুসিয়ার শাসকদের প্রিয়পাত্র ছিলেন। ইবনে জহির আবু ইউসুফ ইয়াকুব আল মনসুর প্রধান চিকিৎসক ছিলেন। ওবাদুল্লাহ ইবনে মুজাফফর আলবাহিনী একাধারে কবি ও চিকিৎসক ছিলেন।

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায়, ইসলামের মহানবীর নেতৃত্বে মুসলমানগণ সমগ্র মুসলিম সাম্রাজ্যে তথা গোটা বিশ্বের সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেছিলেন। জ্ঞান চর্চ্চার ক্ষেত্রে তাঁরা উদারতার পরিচয় দিয়েছিলেন। উন্নত গ্রীক, পারসীক ও ভারতীয় সভ্যতার জ্ঞান বিজ্ঞান তাঁদের আকৃষ্ট করেছিল। এ সকল সভ্যতার জ্ঞান ভান্ডারে অবদান গ্রহন করে তাঁরা তাঁদের নিজস্ব সভ্যতার অভাবনীয় উন্নতি সাধন করেন। জ্ঞান চর্চার দিক দিয়ে তাঁরা মধ্যযুগে সাড়া বিশ্বে নেতৃত্বে দিয়েছিলেন। প্রকৃত পক্ষে সুদীর্ঘ নয়শত বৎসর পর্যন্ত মুসলমান জাতিই জ্ঞানের আলোকবর্তিকা বহন করে দিক দিগন্তে আলোক রশ্মি ছড়িয়ে দিয়েছিল। তবে দুর্ভাগ্যবশতঃ অন্ধকারাচ্ছন্ন ইউরোপের ঘুমন্ত জাতিকে জাগিয়ে

তুলে তারা অবশেষে নিজেরাই অন্ধকারে অতল তলে তলিয়ে গেল। শতাব্দীর ব্যবধানেও তাদের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার সম্ভব হয়নি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.৮

সঠিক উত্তরে পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১। আলী ইবনে আব্বাস কে ছিলেন?
- (ক) অস্ত চিকিৎসক
- (খ) কবি
- (গ) ঐতিহাসিক
- (ঘ) জ্যোতির্বিদ

২। প্রসিদ্ধ অস্ত চিকিৎস ছিলেন কে?
- (ক) ওমর বিন খালদুন
- (খ) ইবনে সিনা
- (গ) ইবনে আব্বাস
- (ঘ) কোনটিই নয়

৩। আলী ইবনে আব্বাস কত খন্ডে চিকিৎসা শাস্তের বই লিখেছিলেন?
- (ক) দশ
- (খ) বার
- (গ) পনের
- (ঘ) আট

৪। আধুনিক রসায়নের জনক কে?
- (ক) জাবির ইবনে হাইয়ান
- (খ) আল বেরুনী
- (গ) আল ফারাবী
- (ঘ) ওমর খৈয়াম

৫। হাইয়ান রসায়ন শাস্তের কতগুলো গ্রন্থ রচনা করেন?
- (ক) ৫০০
- (খ) ৪০০
- (গ) ৩০০
- (ঘ) ২০০

চূড়ান্ত মূল্যায়ন – ইউনিট ২

এই ইউনিট পাঠ করে প্রদত্ত বিষয়বস্তু আপনি কতটুকু বুঝতে পেরেছেন তা যাচাই করার জন্য নিম্নেবর্ণিত প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখুন।

সংক্ষিপ্ত রচনামূলক প্রশ্ন

১। কোরানের বাণী কীভাবে মানুষকে বিজ্ঞান চর্চ্চায় অনুপ্রাণীত করেছিল?
২। উমাইয়া যুগে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় কিরূপ উন্নতি হয়েছিল?
৩। আব্বাসীয় যুগের বিজ্ঞান চর্চ্চার বর্ণনা দিন।
৪। মুসলিম সেপনে বিজ্ঞান চর্চ্চার অগ্রগতি বর্ণনা করুন।
৫। ক্ষমতা লাভের পর থেকে ১৮১৩ সাল পর্যন্ত এদেশীয় শিক্ষার উন্নয়নের জন্য কোম্পানী শিক্ষা প্রচেষ্টা লিপিব্দ করুন।

৬। জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইনষ্ট্রাকশন এর কর্ম প্রচেষ্টা লিপিবদ্ধ করুন।
৭। এদেশীয় শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারনের জন্য লর্ড মেকলের মন্তব্য ব্যাখ্যা করুন।
৮। মাদ্রাজ ও বোম্বে প্রদেশে কোম্পানীর শিক্ষা প্রচেষ্টা বর্ণনা করুন।
৯। উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশের শিক্ষার উন্নয়নের জন্য মিঃ জেমস থমাসন পরিকল্পনাটি উল্লেখ করুন।
১০। ভারতবর্ষে পর্তুগীজ ও দিনেমা মিশনারীদের তৎপরতা বিবৃত করুন।
১১। ভারতবর্ষে মিশনারীদের শিক্ষা বিস্তার প্রচেষ্টা ও উদার নিরপেক্ষতার নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।
১২। ১৮১৩ সালের পর ভারত বর্ষে ইংরেজ মিশনারীদের শিক্ষা প্রচেষ্টার বর্ণনা দিন।
১৩। লর্ড মেকলের মন্তব্যের বর্ণনা দিন। আপনি কী তাঁকে উন্নতির আলোক বার্তিকাবাহী বলে মনে করেন? আলোচনা করুন।
১৪। ১৮১৩ সালের সনদ-আইন কে ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাসে সন্ধিকাল বলা হয় কেন?
১৫। সনদ আইনের ১৩নং ও ৪৩ নং প্রস্তাবনীর বিষয়বস্তু উল্লেখ করুন।
১৬। কোম্পানীর কর্মকর্তা ও মিশনারীদের মধ্যে মত বিরোধের কারণ কী ছিল?
১৭। ১৮১৩ সালের সনদ-আইনের প্রতিক্রিয়া কী হলো?
১৮। ১৮১৩ সালের সনদ-আইনের পর কোন প্রশ্নে পার্থক্য দেখা দিয়েছিল?
১৯। নিম্নগামী পরিস্রবণ নীতির ১ম, ২য় ও ৩য় রূপের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।
২০। নিম্নগামী পরিস্রবণ নীতির ব্যর্থতার কারণগুলো আলোচনা করুন।
২১। নিম্নগামী পরিস্রবণ নীতির সুফল ও কুফল গুলো ব্যাখ্যা করুন।
২২। সংক্ষেপে উডের ডেসপ্যাচ কী ও কেন তা' লিপিবদ্ধ করুন।
২৩। আদিম মানুষের বৈশিষ্ট্য কীরূপ ছিল?
২৪। প্রাচীন শিক্ষার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করুন।
২৫। প্রাচীন মিশরের শিক্ষা ব্যবস্থার বর্ণনা দিন।
২৬। চীনের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য কী ছিল?
২৭। প্রাচীন ভারতে শিক্ষার লক্ষ্য কী ছিল? এই শিক্ষা ব্যবস্থার বর্ণনা দিন।
২৮। প্রাচীন ভারতের শিক্ষার কোন কোন বৈশিষ্ট্য একালেও গ্রহণযোগ্য?
২৯। গ্রীসের শিক্ষার লক্ষ্য কী ছিল?
৩০। রোমে কী ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল?
৩১। শিক্ষায় প্রাচীন সভ্য জাতিসমূহের অবদান উল্লেখ কলন।
৩২। প্রাচীন পারস্যের শিক্ষার লক্ষ্য কী ছিল? পারস্যিক শিশুদের কী কী বিষয় শিক্ষা দেওয়া হত?
৩৩। গ্রীসের নাগরিকদের শিক্ষার কী ব্যবস্থা ছিল?
৩৪। কী কারণে রোমের শিক্ষা বাস্তব জীবন ভিত্তিক ছিল?
৩৫। মঠ সন্ন্যাসীদের শিক্ষা কীরূপ ছিল?
৩৬। জ্ঞান চর্চায় মুসলমানদের দুটি প্রধান অবদান লিখুন।

উত্তরমালা - ইউনিট ২

পাঠ ২.১

১।গ ২।ক ৩।গ ৪।খ ৫।ঘ ৬।খ ৭।ক ৮।গ ৯।খ ১০।ঘ

পাঠ ২.২

১।ঘ ২।ক ৩।খ ৪।ঘ ৫।ক ৬।গ ৭।ঘ ৮।ক ৯।ঘ ১০।ঘ

পাঠ ২.৩

১। ক ২। ঘ ৩। গ ৪। খ ৫। গ ৬। খ

পাঠ ২.৪

১। ঘ ২। ক ৩। খ ৪। গ ৫। খ ৬। গ ৭। ক ৮। ঘ

পাঠ ২.৫

১। ঘ ২। ক ৩। খ ৪। গ ৫। গ ৬। ঘ ৭। ক ৮। ঘ

পাঠ ২.৬

১। ক ২। ক ৩। ক ৪। ক ৫। ক

পাঠ ২.৭

১। ক ২। খ ৩। ক ৪। ক ৫। ঘ

পাঠ ২.৮

১। ক ২। গ ৩। খ ৪। ক ৫। ক